www.AmarIslam.com

“ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ”

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallalloho Alayhi Wasallim\)

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

“ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ”

তথাকথিত মুফতী ইবনে আব্দুল জলীলের

“এ কোন ঈদ?”

শীর্ষক পোষ্টারের দাঁতভাঙ্গা জবাব

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ,এম.এম.)

প্রকাশনায় ঃ

আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ,এম.এম.)

আরবী প্রভাষক, দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

খতীব, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

আহবায়ক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, নারায়ণগঞ্জ।

সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ এবং সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

উৎসর্গ ঃ

ছৈয়দুল আ'জম, গাউসে যামান

আল্লামা হাফেজ ক্বারী শাহ্ মোহাম্মদ বজলুর রহমান (রহঃ)

হুজুর কেবলার পবিত্র চরণ যুগলে নিবেদিত।

কামনায়

আমার মরহুম মাগফুর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান কেবলা আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম মাদবর (রহঃ)

ও

আলহাজ্ব মরহুম আব্দুল খালেক আল-কাদেরী শাহ্ সাহেব কানুনে বোগদাদী (রহঃ)-এর মাগফেরাত কামনায় প্রকাশিত।

আল্লাহপাক এ কিতাবের বিনিময়ে প্রদত্ত ছাওয়াবগুলো তাঁদের রূহ পাকে বখ্‌শীশ করুন এবং এর বিনিময়ে তাঁদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করুন। আমীন।

প্রকাশ কাল ঃ

প্রথম সংস্করন ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হিজরী, ৩রা মে, ২০০৪ ইং, রোজ সোমবার

দ্বিতীয় সংস্করন ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী, ১১ এপ্রিল ২০০৬ ইং, রোজ মঙ্গলবার

তৃতীয় সংস্করন ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিজরী, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং, রোজ শনিবার

কম্পিটার

মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

সৌজন্য হাদীয়া ঃ ৭০/- (সত্তর) টাকা

প্রচারে ঃ

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র :

নাম	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা	০৪
• বিভিন্ন প্রচারিত পোষ্টারের কপি	০৬
• পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি?	১০
• দু'ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) ছাড়া অন্য কোন ঈদ আছে কি?	১১
• ঈদের সংজ্ঞা কি?	১৪
• পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করার দলীল ও তার ফযীলত	১৭
• কোরআন শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	১৭
• হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	২২
• খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) দের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	২৭
• প্রখ্যাত আলেমগণের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	২৮
• ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ইন্তেকালের শোকদিবস পালন করা বৈধ নয়	৪০
• ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর রাত্র কদরের রাত্র হতে উত্তম	৪৩
• তথাকথিত সৌদি ফতোয়া প্রসঙ্গ	৪৫
• বিদআত প্রসঙ্গ	৪৭
• বিদআত কি?	৪৮
• সমস্ত বিদআতই নিকৃষ্ট?	৪৯
• বিদআতের প্রকারভেদ ও তার হুকুম	৫০
• কুল্লু বিদআতিন দলালাহ-এর সঠিক ব্যাখ্যা	৫৭
• জশনে জুলুস প্রসঙ্গ	৫৮
• মীলাদ ও কিয়াম প্রসঙ্গ	৬৩
• মীলাদ ও কিয়াম আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে	৬৪
• মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাগণের অভিমত	৭০
• মীলাদ-কিয়ামের বিরোধীতাকারী আলেমদের বিভিন্ন মুরুব্বী ব্যক্তিবর্গের অভিমত	৭৫
• কিয়ামের বিপক্ষে প্রচারিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা	৭৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী ও নুসাল্লীমু আলা রাসূলিহিল কারিম। আম্মা-বাদ। সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাদেরকে তাঁর মহান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন এবং লাখো-কোটি দরুদ ও সালাম সেই নুরুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি- যাঁর আগমনের কারনে আমরা ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে- বরাত ও শবে ক্বদর সহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি লাভ করেছি। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শত শত বছর যাবৎ ১২ই রবিউল আউয়াল অতি ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে অতি জাক-জমকের সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালিত হচ্ছে। সম্প্রতি এমন কিছু নতুন মুফতীর আমদানী হয়েছে- রবিউল আউয়াল মাসের আগমনে যাদের অন্তরে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক জশনে জুলুসে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে লোকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য গত ২০০৩ ইং সনের ১০ই রবিউল আউয়াল আমাদের এলাকা নারায়ণগঞ্জের কাশীপুরে জুলুস মিছিল বের করি। ঐ মিছিল চলাকালনি সময়ে **"এ কোন ঈদ?"** শীর্ষক ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী কিছু পোষ্টার আমাদের নজরে পড়ে। তখন আমার প্রিয় ছাত্র মোহাম্মদ আনীসুর রহমানকে ঐ পোষ্টারের একটি কপি সংগ্রহ করার জন্য বলি- যাতে আমরা ১২ই রবিউল আউয়ালের পূর্বেই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর বৈধতা প্রমাণ করে ঐ পোষ্টারের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করতে পারি। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়ায় যথা সময়েই মোহাম্মদ আনীসুর রহমানের অক্লান্ত চেষ্টায় **"ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"** নামক পোষ্টার প্রচার করে বাতিলদের হাসি মুখে চুন-কালি লেপন করি। পুনরায় গত ২০০৪ ইং সনের রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী **"এ কোন ঈদ?"** নামক ঐ পোষ্টার বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা হয়। সে কারণে আমরাও সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক তাদের উক্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পোস্টারের খন্ডনে **“ঈদ-এ মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ”** শীর্ষক পোস্টার ও হ্যান্ড বিল প্রচার করি। আমাদের উক্ত পোষ্টারের বিরোধীতা করে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী ওহাবীরা পুনরায় ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা ১২ই রবিউল আউয়ালের একদিন পূর্বে **“সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের ধুম্রজাল”** শীর্ষক পোষ্টার প্রচার করে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরাও তাদের উক্ত পোস্টার খন্ডন করে একদিনের মধ্যেই **“ধুম্রজালের দাঁতভাঙ্গা জবাব”** শীর্ষক পোষ্টার বের করে, জনগণের নিকট তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিই এবং ঐ সময়ই তাদের ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী পোষ্টারের খন্ডনে একটি বই প্রকাশ করি। ঐ বইটির কপি শেষ হয়ে যাওয়ায়। অনেক নবী প্রেমিকদের অনুরোধে গত ২০০৬ ইং সনে আবার উক্ত বইটি আগের তুলানায় অনেক দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সুসজ্জিত করে প্রকাশ করি। বর্তমানে উক্ত বইটির কপিও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষন করি।

আমাদের এ পুস্তকটি পড়ে সম্মানিত পাঠক মহল যদি **ঈদে মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বৈধতা ও ফযীলত সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও লাভ করেন তাহলে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পুস্তকটি প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ যেন সকলের পরিশ্রম ও সহযোগীতা কবুল করেন এবং কিয়ামত দিবসের কঠিন অবস্থায় তাঁর শাফীউল মুজনেবিন নবীর শাফায়াত নছিব করেন। আমীন। বেহুরমতে ছায়্যেদিল মোরছালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বিনীত

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুফতী ইবনে আবদুল জলীল কর্তৃক প্রচারিত "এ-কোন ঈদ" শীর্ষক পোষ্টারের কপি।

"আমি আজ তোমাদের জন্য দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।" - আল কুরআন

'যেসব আমল তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে, এমন কোন আমল আমি বলতে বাকি রাখিনি।' - আল হাদীস

এ কোন্ ঈদ ?

এ ঈদ কি

কুরআনে আছে ?
হাদীসে আছে ?
ফিকাহ্তে আছে ?

এ ঈদ কি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেছেন ?
সাহাবয়ে কেরাম (রাঃ) পালন করেছেন?
তাবেয়ীগণ পালন করেছেন ?
চার মাযহাবের ইমামগণ পালন করেছেন ?
আইম্মায়ে মুজতাহিদীন পালন করেছেন ?
তাঁরা করে থাকলে এ যাবৎ এ ঈদ ছিল কোথায় ?
আর যদি তাঁরা না করে থাকেন তবে তাঁদের কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেম ছিল না ?
না-কি ইসলাম অসম্পূর্ণ ছিল ?
না-কি তাঁরা কুরআন হাদীস বুঝেননি ?

ইসলামের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সব মুসলমান বছরে দু'টি ঈদ পালন করে আসছে। ইদানিং ক'বছর যাবৎ আমাদের দেশের কিছু লোক নতুন করে আরও একটি ঈদ আমদানী করেছে, যার নাম দিয়েছে- 'ঈদে মীলাদুন্নবী'। তারা এই ঈদ কোথায় পেল?

মনের রাখবেন, নতুন করে কিছু সংযোজন করার বিন্দু পরিমাণ অবকাশও ইসলামে নেই। এখন নতুন করে ইসলামে ধর্মের নামে যা-ই সংযোজন করা হবে তা-ই হবে বিদয়াত। আর এ ঈদকে ইসলামী উৎসবে মনে করা ও উদ্‌যাপন করা সম্পূর্ণ হারাম ও গুনাহে কবীরা। হাদীসে আছে- 'কোন সমাজে যখন কোন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন সমাজ থেকে সমপরিমাণে সুন্নত বিদায় নেয়।' আমাদের দেশের তথাকথিত সুন্নী নামধারী, বিদআতি ও আশেকে রাসূলদের ঈদে মিলাদুন্নবীর জশ্‌নে জুলুসের (শোভাযাত্রা) জৌলুসে মুসলমানদের জিহাদী চেতনাদৃপ্ত মিছিল বিদায় নিচ্ছে।
তাই আসুন আমরা ঘৃন্য এ বিদয়াতটি পরিহার করি এবং এর প্রবক্তাদের দলভুক্ত না হয়ে হযরত সাহাবয়ে কিরামের (রাঃ) দলভুক্ত হই এবং জশ্‌নে জুলুস বর্জন করে সার্বিক জীবনে সুন্নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আকড়ে ধরি।

নবীজির নামের সম্মান করুন।
যত্র-তত্র আশেকে রাসূল লেখা বন্ধ করুন।
ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন শিরক তুল্য ঃ সৌদি গ্রান্ড মুফতী

আহ্বানে
মুফতী ইবনে আব্দুল জলীল
মোবাইল ঃ ০১৭১-৫৩৪২৪১

প্রচারে ঃ মজলিসে ইহ্ইয়ায়ে সুন্নাহ ঢাকা, বাংলাদেশ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রচারিত পোষ্টারের কপি।

নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

"ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"

রবিউল আউয়াল মাস আগমনের সাথে সাথে বিশ্ব আয়াতের নবী প্রেমিকদের অন্তরে রাসূল (দঃ) প্রেম প্রবলভাবে জাগরিত হয়। তারা ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উহার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আর যাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ এবং রাসূলের দুশমনি রয়েছে তাদের এই হিংসা বিদ্বেষ এ সময় আরো বৃদ্ধি পায়। (যেমন বলেছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) তাঁর রচিত "মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ" নামক গ্রন্থের ৮৬ পৃঃ। এবং আরও বিখ্যাত আলেম আল্লামা কোস্তালানী (রহঃ) তাঁর "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" গ্রন্থে) সুতরাং তারা ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করাকে হারাম, শিরক, বেদআত, নাজায়েজ ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে তাদের অন্তরের সে জ্বালা নিবারণ করেন। তাই আমরা তাদের এ বিভ্রান্তিকর ফতোয়া খণ্ডন করে পবিত্র ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা যে সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত তা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার ও পেশ করছি।

ঈদে-এ-মীলাদুন্নবী (দঃ) বিরোধীরা প্রচার করে থাকে যে, ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দুটি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোন ঈদ নাই। এ জবাব হচ্ছে-

মুসলমানদের জন্য বছরের দুটি ঈদই সীমাবদ্ধ নয় বরং হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেছেন যে, জুমার দিনও মুসলমানদের জন্য ঈদ। এমনকি এ দিনকে আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। (দেখুন ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা নং- ৭৭ ও ৭৮) আর জুমার দিনকে ঈদ হিসাবে ঘোষণা করার একটি কারণ হলো- এ দিনে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (মেশকাত - ১২০ পৃঃ) সুতরাং আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার কারণে যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে যে মহান রাসুল (দঃ) কে সৃষ্টি না করলে হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হতেন না, সেই দয়ালু রহমতে আলম নবীর দুনিয়ায় আগমনের দিনকে ঈদ হিসাবে পালন করা যাবে না কেন?

বিখ্যাত আরবী অভিধান সমূহে ঈদের সংজ্ঞা হচ্ছে কোন সম্মানিত প্রিয়তম ব্যক্তির স্মরণে মাহফিল যা প্রতি বছরই ঘুরে ফিরে আসে। (দেখুন মু'জামুল ওয়াসিত পৃষ্ঠা- ৬৩৫/মিসবাহুল লুগাত ৫৮৩ পৃঃ) সুতরাং ঈদের সংজ্ঞা অনুযায়ী মীলাদুন্নবী (দঃ)ই হচ্ছে ঈদের দিন কেননা এ দিনে রাসুলে খোদা (দঃ) কে স্মরণ করেই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকুলের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়তম এবং রহমত ও বরকতের বার্তা নিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) প্রত্যেক বছরই আমাদের নিকট ফিরে আসে। তাই ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) কেন ঈদ হবে না?

বিরোধীদের আরো দাবী হচ্ছে যে, মীলাদুন্নবী (দঃ) কুরআন, হাদীসে নেই। সালফে সালেহীনদের কেউ তা পালন করেননি তাই উহা পালন করা বিদায়াত। এর জবাব হচ্ছে-

কুরআনের আলোকে ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নেয়ামত ও রাহমাত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছেন। (দেখুন সুরা ইউনুস, আয়াত ৫৮) আর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে রসুল (দঃ)ই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। সুতরাং ঐ নেয়ামত প্রাপ্তির দিনে শুকরিয়া হিসাবে কেন আমরা ঈদ পালন করব না?

হাদীসের আলোকে ঃ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, রাসুল করীম (দঃ) নিজেই মীলাদুন্নবীর শুকরিয়া হিসাবে প্রতি সোমবার রোজা পালন করেছেন। (দেখুন মেশকাত ১৭৯ পৃঃ) সুতরাং আমরা কেন মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করব না?

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের দৃষ্টিতে ঃ (১) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। (দেখুন আন নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃঃ ৭) (২) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (দঃ) কে সম্মান করবে সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (দেখুন আন নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃঃ ৮)

প্রখ্যাত আলেমগণের দৃষ্টিতে ঃ (১) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, যদি আমার উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি উহা রাসুলে পাকের মীলাদুন্নবী (দঃ) এর মাহফিলে খরচ করাকে পছন্দ করতাম। (দেখুন আন নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃঃ-৮)

(২) হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (দঃ) এ উপস্থিত হবে উহাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে। (দেখুন আন নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃঃ-৮)

(৩) প্রখ্যাত মোহাদ্দিস হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) (৭৫১ হিঃ জন্ম) বলেন যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) এর রাত্রে রাসুলে পাক (দঃ)-এর আগমনে আনন্দ উৎসব করে এবং সাধ্যমত দান খয়রাত করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতুন নাঈম দান করবেন। (দেখুন শরহে জুরকানী প্রথম খণ্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)

(৪) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন, যে ব্যক্তি রাসুল (দঃ) এর আগমনের রাত্রকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন। (দেখুন শরহে জুরকানী প্রথম খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠা)

(৫) ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (দঃ) এর রাত্রকে ঈদ হিসাবে পালন করবে তার উপরে আল্লাহ তায়ালা রহমত নাজিল করেন। (দেখুন মা'সাবাত বিসসুন্নাহ পৃষ্ঠা- ৮৪)

(৬) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস (রহঃ) বলেন, আমি ইতিপূর্বে মক্কা শরীফে রাসুলে পাকের বেলাদতের তারিখে মীলাদুন্নবী (দঃ) এর মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। মক্কাবাসীগণ নবীজী (দঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করতেন এবং তাঁর শুভাগমনের পবিত্র মুহূর্তে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী বয়ান করতেন। ঐ মাহফিলে আমি নূর দেখতে পেয়েছি। (দেখুন ফয়যুল হারামাইন পৃষ্ঠা- ৮০-৮১) এমনকি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর পিতা শাহ আব্দুর রহিম (রহঃ) প্রতি বছর অতি জাকজমকের সাথে এ ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করতেন। (দেখুন আদ দুররুস সামীন)

ইহা ছাড়াও যেসব মহাবিজ্ঞ আলেমগণ মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করেছেন এবং উহাপালনের ফজীলত বর্ণনা করে কিতাব লিখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাঃ), ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ), হাদীসের ইমাম ইবনে জাওজী (রাঃ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রাঃ) প্রমুখ। সুতরাং উপরোল্লেখিত জগত বিখ্যাত আলেমগণ যেখানে শতশত বছর পূর্ব থেকেই মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করে আসছেন উহা কি পালন করা হারাম? বিদায়াত? গুনাহের কাজ?

অনুরূপভাবে বিরোধীগণ মীলাদ শরীফ পড়া ও কিয়াম করাকে হারাম, নাজায়েজ, বেদায়াত, গুনাহের কাজ ইত্যাদি বলে প্রচার করে এবং উহার তবারক গ্রহণ করাকে অন্তরের নূর চলে যাওয়ার কারণ মনে করে। (দেখুন শাইখুল হাদীস আযীজুল হক সাহেবের মাসিক রহমানী পয়গাম ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯৯৯ইং পৃষ্ঠা- ৩৭)

এর জবাবে আমরা সংক্ষেপে এই কথাই বলতে চাই আপনাদের নামকরা ভারতীয় মুরব্বী মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয়ের শ্রদ্ধেয় পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) তার "ফয়সালা হাফতে মাসয়ালা" কিতাবে, মীলাদ শরীফ পড়াকে বরকতময় মনে করে প্রতি বছর মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করতেন এবং কেয়াম করার মাধ্যমে তিনি তৃপ্তি ও স্বাদ পান বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া আপনাদের বাংলাদেশি অন্যতম মুরব্বী ও পথিকৃত লালবাগ (ঢাকা) সহ বহু কাওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের অন্যতম খলিফা মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব তার তালাউক তত্ত্ব গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় মীলাদ কিয়ামকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আরোও লিখেছেন যে, রাসুল (দঃ) কে বসে বসে সালাম দেওয়া বেয়াদবী বরং কিয়াম করে সালাম দেওয়াই উত্তম আদব।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের নিকট মীলাদের তবারক ভক্ষণ করলে কলবের নূর চলে যায় অথচ তাদের নিকট হিন্দুদের পূজা-উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করা ও খাওয়া হালাল। (দেখুন ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা- ৫৭৫) এতে কি তাদের কলবের নূর বাড়তে থাকে? সুতরাং আসুন আমরা ঐসব মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে জাকজমকের সাথে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) উৎসব পালন করি এবং সৌভাগ্যবান হই।

আহ্বানে

মাওলানা মুফতী মোঃ আলী আকবর
জহুরা মঞ্জিল কাশীপুর কলেজ রোড, নারায়ণগঞ্জ।
সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, নাঃগঞ্জ।

মুফতী মীর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনির
খতিব, ফকিরটোলা জামে মসজিদ, নাঃগঞ্জ।
সভাপতি, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, নাঃগঞ্জ।

বিঃ দ্রঃ উপরে বর্ণিত কিতাব সমূহের তথ্যাবলী কেহ ভুল প্রমাণ করতে পারলে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ টাকা) পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রচার ও প্রকাশনায় ঃ সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মজলিসে ইহ্ইয়ায়ে সুন্নাহ্ কাশীপুর শাখা নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রচারিত "সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের ধুম্রজাল" শীর্ষক পোষ্টারের কপি।

কোরআন, হাদিস ও ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীদের থেকে সতর্ক থাকুন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের ধুম্রজাল !

হাদীসের বক্তব্য হলো

রাসূল (সঃ) তাঁর জন্মদিনের শুকরিয়া হিসেবে প্রতি সোমবার রোজা রেখেছেন আর আপনারা করেছেন ঈদ অথচ ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম তাও বছরের একদিন আর রাসূল রোজা রেখেছেন বছরে ৫২ দিন।

কোরআনের আলোকে ঃ

সুরা ইউনুস ৫৮ নং আয়াতের সরল অনুবাদ ঃ বল, ইহা (কোরআন) আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁহার দয়ায় সুতরাং ইহাতে উহারা আন্দিত হউক। উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়। (আল-কোরানুল করীম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ)। উক্ত আয়াতে ফযল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোরআন ঈমান ও ইসলাম। আর রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোরআন, কোরআনের আহ্‌ল, সুন্নত ও জান্নাত (এর জন্য দেখুন তাফসীরে মাযহারি খন্ড ৫ পৃঃ ৩৫) (তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন অনুবাদ মাওঃ মহিউদ্দিন খান ৬১৬/১৭) **(তাফসিরেরোহুল মাআনী ও তাফসিরেআশ্রাফী)** সুতরাং উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ঈদে মিলাদুন্নবী নামক নতুন ঈদ আবিস্কারের কোন সুযোগ নেই।

হাদিসের আলোকে ঃ মিশকাত শরীফের যে হাদীস বিদআতীগণ ঈদেমিলাদুন্নবীর স্বপক্ষে পেশ করেছেন তার সরল অনুবাদ ঃ প্রিয় নবী (সঃ) সোমবার দিন রোজা রাখলেন, তখন কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ দিন জন্ম গ্রহণ করেছি। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় জন্মদিনের শুকরিয়া হিসাবে প্রতি সোমবার রোজা পালন করেছেন, ঈদ হিসাবে নয়। বিখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন শরীয়তে ঈদ শব্দটি ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার সাথেই সুনির্দিষ্ট। অন্য কোন দিনকে ঈদ বলা যাবে না। (দেখুন মিরকাত, খন্ডত ৩, পৃঃ ২৪৩)

হাদীস শরীফে সোমবার দিন রোজা রাখার আরো দুটি কারণ উল্যেখ করা হয়েছে একটি হলো এ দিনই আমি নবুয়ত পেয়েছি আর এ দিন আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ হয় আমি চাই আমার আমলনামা রোজা অবস্থায় পেশ করা হউক।

আহবানে ঃ- মুফতি ইবনে আব্দুল জলীল

ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) যদি সর্বশ্রেষ্ট ঈদ হয়, তাহলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হবে ?

১। ইদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা কি ছোট ঈদ ?

২। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় যেমন দুরাকাত করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। তেমন শ্রেষ্ট ঈদের দিনের আলদা কোন ফরজ বা ওয়াজিব নামাজ আছে কি ?

৩। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন রোজা রাখা হারাম, শ্রেষ্ট ঈদের দিন কি রোজা রাখা হারাম ?

৪। ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শুধু পৃথিবীতে শুভ আগমনের দিন ই নয়, তাঁর পবিত্র ওফাত দিবস ও, আনন্দের সাথে ইহা তো একটি পবিত্র ওফাত দিবস ও, আনন্দের সাথে ইহা তো একটি বেদনা বিধুর দিনও, অথচ এই দিনকে সর্বশ্রেষ্ট ঈদের দিন বলার মধ্যে ইহুদী, ও খৃষ্টানদের কোন ষড়যন্ত্র আছে কি ? কারণ তারাই রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালে বেশী আনন্দিত হয়েছিল।

প্রচারে: মজলিসে ইহ্ইয়ায়ে সুন্নাহ, কাশীপুর শাখা নারায়ণগঞ্জ, মোবা ঃ ০১৮৯-১০৩৫৪০, ০১৯-৪৮৯৭৭৩

ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উদ্‌যাপন শিরকতুল্য ঃ সৌদি প্রাপ্ত মুফতী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) কাশীপুর শাখা নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রচারিত "ধুম্রজালের" দাঁতভাঙ্গা জবাব! শীর্ষক পোষ্টারের কপি

পথভ্রষ্ট ওয়াহাবী ফেরকা ও ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) এর দুশমনদের থেকে সর্তক থাকুন।

"ধুম্রজালের" দাঁতভাঙ্গা জবাব !

কোরআনের আলোকে

এই অংশে ইবনে আঃ জলীল দাবী করেছে - সুরা ইউনুস ৫৮ নং আয়াত দ্বারা আল্লাহর "অনুগ্রহ ও দয়া" বলতে কুরআন, ঈমান ও ইসলাম, ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। সে বলতে চায় এই আয়াতে "রাসূল (দঃ)" এর কথা নাই। এর জবাব হচ্ছে ঃ বিভ্রান্তকারী ও ভ্রান্ত দলের লোকেরা সব সময় সত্য গোপন করে। তারা যে সমস্ত তাফসীরের বর্ণনা পেশ করেছে উহাতে কি রাসূল (দঃ) "রহমত" হবে না নিষেধ আছে? তারা এই কথা কোথায় পেল? তারা তাফসীরে রুহুল মা'আনীর কথা বলেছে। উহা কি তারা পড়েছে? পড়ে থাকলে ৪নং ব্যাখ্যা দেখে নাই যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের রাসূল (দঃ) এর ছাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) - এর বর্ণনা দ্বারা "রাসূল (দঃ)" কেই "রহমত" বলা হয়েছে। কাদের স্বার্থে তারা এই সত্য কথা গোপন করছে?

হাদীসের বক্তব্য হলো

এই অংশে ইবনে জলীল দাবী করেছে রাসূল (দঃ) তাঁর জন্মদিনের শুকরিয়া হিসেবে প্রতি সোমবার রোযা রেখেছেন আর আপনারা করেছেন ঈদ। অথবা 'ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম'

এর জবাব হচ্ছে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) বিরুধারী যখনস্বীকার করল রাসূল (দঃ) রোযা রেখে তাঁর জন্মদিবস পালন করেছেন সুতরাং তারা কেন রাসূল (দঃ) এর জন্ম দিবস (মীলাদুন্নবী (দঃ)) কেন পালন করে না? ইবনে আঃ জলীল বলেছে

"ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম"

আমরা বলব- সব ঈদে রোযা রাখা হারাম নয়। যেমন জুমা ও আরাফাতের এই দু'দিনও হাদীস অনুযায়ী ঈদের দিন (দেখুন মেশকাত শরীফ) অথচ এই দু'দিনে রোযা রাখা হারাম নয়।

হাদিসের আলোকে ঃ এই অংশে ইবনে আঃ জলীল দাবী করেছে- সোমবার রাসূলের রোযা রাখা তাঁর জন্মদিনের শুকরিয়া হিসেবে ছিল। ঈদ হিসেবে নয়। "এর জবাব হচ্ছে" ঃ পথভ্রষ্ট দলের লোকেরা সব সময় সত্য গোপন করে ও অপ ব্যাখ্যা লিপ্ত থাকে। আমরা ঐ হাদীসের দ্বারা বর্ণনা করেছি - রাসূল (দঃ) এর জন্মদিন পালন করার দলীল। রাসূলের জন্মদিন আরবী কি মীলাদুন্নবী নয়? তাই মীলাদুন্নবীর খুশিইতো ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) তারা কি আরবী অর্থই জানে না? সুতরাং রাসূল (দঃ) এর রোযা রাখাই ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালনের জন্য। ইবনে আঃ জলীল আরো দাবী করেছে আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) না কি বলেছেন- ঈদ শব্দটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সাথে সুর্নিদৃষ্ট। অন্য কোনদিনকে ঈদ বলা যাবে না। আমরা বলব ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর নামে মিথ্যা বলা বন্ধ করুন। এমন কথা তিনি বলেন নি। কিতাব বুঝে পোষ্টার লিখুন। (দেখুন আপনাদের বর্ণিত কিতাবের বর্ণনা মতে) যদি অন্য কোনদিনকে ঈদ বলা না যায়। তাহলে "রাসূল (দঃ) জু'মার দিনকে ঈদ বলে কি ভুল করেছেন"? জবাব দিন।

প্রশ্ন গুলোর উত্তর কি হবে?

এই অংশে ইবনে আঃ জলীল-ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ হয়, তাহলে সে চারটি প্রশ্ন করেছে। ১ নং প্রশ্ন ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কি ছোট ঈদ? এর জবাব হচ্ছে ঃ জু'মার দিনকে রাসূল (দঃ) ঈদু ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন থেকে মহান বাড় বড় বলেছেন। দেখুন ইবনে মাজাহ শরীফ) এখন আপনি জবাব দিন, ঐ দু'ঈদের দিন কি জু'মার দিন থেকে ছোট-না বড়? জু'মার দিন শ্রেষ্ঠ হল আদম (আঃ) এর জন্মদিনের কারণে। তাহলে রাসূল (দঃ) এর জন্মদিন কি জু'মার দিন থেকে বড়হবে না? জবাব দিন। ২ নং প্রশ্ন করেছে ঃ- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার যেমন দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। তেমন শ্রেষ্ঠ ঈদিরে দিনে আলাদ কোন ফরজ বা ওয়াজিব নামায আছে কি? এর জবাব হচ্ছে ঃ ঈদের দিন হলেই যে-ফরজ বা ওয়াজিব নামাজ পড়তে হবে। এই কথা তারা কোথায় পেল? তাঁকে হ্যাঁ, ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) এর দিনে যত ইচ্ছা নামাজ পড়ুন, রোযা রাখুন, দান-সদকা করুন। যাহা শতশত বছর ধরে সলফে-সালেহীনগণ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত চালু আছে। ৩ নং প্রশ্ন করেছে ঃ- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোজা রাখা হারাম, শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন কি রোযা রাখা হারাম? এর জবাব হচ্ছে ঃ ঈদের দিন হলেই কি রোযা রাখা হারাম হয়? তারা কোথায় ফের এইহ প্রশ্ন? জু'মা ও আরাফাতের দিনটিও ঈদের দিন। (দেখুন মেশকাত শরীফ) এই দিন রোযা রাখা কি হারাম? জবাব দিন। ৪নং প্রশ্ন করেছে ঃ- ১২ রবিউল আউয়াল রাসূল (দঃ) এর শুধু পৃথিবীতে শুভ আগমেরন দিনই নয়, তাঁর পবিত্র ওফাত দিবসও আনন্দের সাথে ইহাতো একটি বেদনা বিধু রদিনও, অথচ এই দনকে সর্বশেষ্ঠ ঈদের দিন বলার মধ্যে ইহুদী খৃষ্টানদের কোন ষড়যন্ত্র অছে কি এর জবাব হচ্ছে ঃ- রাসূল (দঃ) হায়াতুন্নবী, কাজেই হায়াতুন্নবীর মৃত্যু দিবস পালন হতে পারে না। তদুপরি - ১২ রবিউল আউয়ালরাসূল (দঃ) এর জনম্মদিন এবং ওফাতের দিন। কিন্তু সাহাবাযে কেরাম (রাঃ) ও সল্ফে সারেহীনগণ শুধু জন্মদিবসই পালন করতেন। এই দিনকে "ঈদ" হিসেবে উদ্‌যাপন করতেন। তাদের কেউ ওফাত দিবস হিসেবে দুঃখ বেদনা প্রকাশ করেন নি। "তাদের মধ্যে কি ইহুদী ও খৃষ্টানদের কোন ষড়ন্ত্র ছিল? জবাব দিন।

সৌদি মুফতীর ফতোয়া "ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন শিরক্তুল্য" গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সে ওয়াহাবী মতবাদে বিশ্বাসী। ওয়াহাবী মতবাদ হলো পথভ্রষ্ট বা গুমরাহ্ মতবাদ। দেখুন-শামী, আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ-১১ পৃষ্ঠা তাফসীরে সাবী ৩য় খন্ড-২৮৮ পৃষ্ঠা

আহবানে ঃ-

মাওলানা মুফ্তী আলী আকবর
জহুরা মঞ্জিল, কলেজ রোড, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ

মুফ্তী মীর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনির
খতিব, ফকিরটোলা জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ

প্রচারে: আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ)
কাশীপুর শাখা নারায়ণগঞ্জ / বিঃ দ্রঃ- ইবনে আঃ জলীলের "এর কোন ঈদ?" নামক পোষ্টারের দাঁতভাঙ্গা জবাব বের হয়েছে। সংগ্রহ করুন॥

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

রবিউল আউয়াল মাস আগমনের সাথে সাথে বিশ্ব জাহানের নবী প্রেমিকদের অন্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেম ও ভালবাসা প্রবলভাবে জাগরিত হয়। যেহেতু এ মাসের ১২ই তারিখ নবী ও রাসূলকুল সর্দার আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বেলাদত বা শুভ জন্মের বরকতময় দিন। সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত হিসেবে এ মহান সত্ত্বা এ ধরার পৃষ্ঠে শুভাগমণ করেছেন বলে এ দিন ও মাস অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এ কারনেই প্রিয় নবীর পবিত্র জন্মের খুশি [ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] উদ্‌যাপন করে থাকেন কৃতজ্ঞ সৃষ্টিকুল। বিশেষ করে বিশ্ব মুসলিম সমাজ। তারা পবিত্র জশনে জুলুস (শোভাযাত্রা ও ধর্মীয় মিছিল) আলোচনা, সেমিনার, তবাররুক বিতরণ, দান-সদকা, মীলাদ শরীফ পাঠ, দোয়া-মোনাজাত ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করে থাকেন।

আর যাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রতি দুশমনি রয়েছে, তাদের এ হিংসা-বিদ্বেষ ও রাসূলের দুশমনি এ সময়ে আরো বৃদ্ধি পায়। তাই ঐ সব লোকেরা পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে হারাম, শিরক, বিদআত ও না জায়েজ ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে তাদের অন্তরের জ্বালা নিবারণ করে থাকে। এদেরই একজন হলো তথাকথিত মুফতী ইবনে আব্দুল জলীল (আব্দুল জলীলের পুত্র) সে **"এ কোন ঈদ"?** নামক পোষ্টারের মাধ্যমে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে বিদআত ও শিরক ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে তার অন্তরের জ্বালা নিবারন করার চেষ্টা করেছে। তাই আমি তার ঐ বিভ্রান্তিকর ফতোয়া খন্ডন করে, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করা যে সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত এবং অসংখ্য সাওয়াব ও বরকত লাভ করার মাধ্যম, তা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। الله معين وموفق আল্লাহ আমাদের সহায়ক।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি?

আভিধানিক অর্থে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর অর্থ নিম্নরূপ :

ঈদ শব্দের অর্থ হলো আনন্দ ও খুশি। মীলাদ শব্দের অর্থ জন্মস্থান, জন্মকাল বা জন্মদিন। নবী বলতে আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থ হলো আমাদের প্রিয় নবী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্মদিন বা জন্ম বৃত্তান্ত এবং তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলী আলোচনা করা। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অর্থ হলো হুযুর পূরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর পবিত্র জন্মদিনের খুশি উদ্‌যাপন করা।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে হারাম, শিরক বা বিদআত প্রমাণ করার মতো কোন মুফতীর আবির্ভাব এখনো হয়নি। কেয়ামত পর্যন্ত হবেও না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর মীলাদ তথা রাসূলের জন্মের বা দুনিয়ায় আগমণের আলোচনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে নিজের মীলাদ বা জন্মের আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেক সোমবার রোজা পালন করে মীলাদুন্নবী বা নিজের জন্মদিবস পালন' করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন এবং মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালনের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিরমিযী শরীফের ২য় খণ্ডের ২০৩ নং পৃষ্ঠায় মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে একটি অধ্যায় রয়েছে। মীলাদুন্নবী তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম বা আগমণের শোকরিয়া পালনার্থে আল্লাহ পাক সূরা ইউনূসের ৫৮ নং আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে আনন্দ-উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। আর এ আনন্দ-উৎসব পালন করার নামই হলো ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। জগৎবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ১২ই রবিউল আউয়াল বা রাসূলের জন্ম দিবসকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করার জন্য তাদের লেখনির মাধ্যমে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সুতরাং যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে হারাম, শিরক ও বিদআত ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিয়ে থাকে তারা কোরআন-হাদীস বহির্ভূত একান্ত নিজস্ব মনগড়া ভাবেই উক্ত বিভ্রান্তিকর ফতোয়া দিয়ে থাকে।

দু'ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) ছাড়া অন্য কোন ঈদ আছে কি?

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী খারেজি, দেওবন্দী ও ওহাবী আলেমগণ প্রচার করে থাকে যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দু'টি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোন ঈদ নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর জবাব হচ্ছেঃ-

আমাদের তথা মুসলমানদের জন্য বছরে দুটি ঈদই সীমাবদ্ধ নয়। বরং কোরআন-হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে আরো অনেক ঈদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) জুমার দিন ঈদের দিন। *যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে --*

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين- فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন - নিশ্চয়ই এ দিন (জুমার দিন) আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমা পড়তে আসবে, সে যেন গোসল করে ও সুগন্ধি থাকলে উহা লাগায় এবং তোমাদের উপর মেসওয়াক করা আবশ্যক। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৮)

عن ابى لبابة بن عبد المنذر رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه ادم واسبط الله فيه ادم الى الارض وفيه توفى الله ادم وفيه ساعة لايسال العبد فيها شيئا الا اعطاه ما لم يسال حراما وفيه تقوم الساعة-

অর্থাৎ- হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দিল মুনজির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- নিশ্চয়ই জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এবং উহা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাশীল। আর উহা (জুমার দিন) আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা থেকেও শ্রেষ্ঠ। জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট রয়েছে।

১. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। ২. এ দিনে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ৩. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে ওফাত দান করেছেন। ৪. জুমার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময়ে বান্দাহ হারাম বস্তু ছাড়া আল্লাহর নিকট যা চায়, তিনি তা দান করেন। ৫. এ দিনেই কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

(ইবনে মাজাহ পৃঃ নং ৭৭, মেশকাত পৃঃ নং ১২০)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, জুমার দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা এ দু'ঈদের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। আর জুমার দিন দু'ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পাঁচটি। তন্মধ্যে তিনটি কারণই হলো হযরত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদম (আঃ) এর সাথে জড়িত। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম, তাঁর দুনিয়ায় আগমন এবং তাঁর ইন্তেকাল। জুমার দিন দু'ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রথম এবং প্রধান কারণটি হলো হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম বা সৃষ্টি জুমার দিনে হওয়া।

সুতরাং হযরত আদম (আঃ)-এর জন্ম বা সৃষ্টি হওয়ার, দুনিয়ায় প্রেরণের এবং তাঁর ইন্তেকালের দিন হিসেবে জুমার দিন যদি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হয়, তাহলে সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীর [যাকে সৃষ্টি করা না হলে হযরত আদম (আঃ)ও সৃষ্টি হতেন না] জন্ম বা দুনিয়ায় আগমনের দিনকে কেন ঈদের দিন হিসেবে পালন করা যাবে না? পালন করলে কেনই বা শিরক হবে? না কখনো নয়। বরং অবশ্যই রাসূলের আগমনের দিন ১২ই রবিউল আউয়াল সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হিসেবে পালিত হবে।

২. আরাফার দিন (৯ই জিলহজ্ব) ঈদের দিন। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে-

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه قرأ '' اليوم اكملت لكم د ينكم '' الاية وعنده يهودى فقال لونزلت هذه الاية علينا لاتخذناها (اى يوم نزولها) عيدا فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه فانها نزلت فى يوم عيدين فى يوم الجمعة ويوم عرفة-

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি ''اليوم اكملت لكم دينكم'' এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। এমতাবস্থায় তার নিকট এক ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন সে বলল- যদি এ আয়াতটি আমাদের (ইহুদীদের) ওপর নাযিল করা হতো তাহলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- নিশ্চয়ই উহা (এ আয়াতটি) যেদিন নাযিল হয়, ঐ দিন দুটি ঈদের দিন ছিল। একটি ঈদ হলো জুমার দিন এবং আরেকটি ঈদ হলো আরাফাতের দিন।

(মেশকাত পৃঃ নং ১২১, তিরমিযী ২য় খন্ড পৃঃ নং ১৩৪)

عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمربن الخطاب يا امير المؤمنين لو علينا انزلت هذه الاية ''اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا''- لاتخذنا ذالك اليوم عيدا فقال عمرانى لاعلم اى يوم انزلت هذه الاية انزلت يوم عرفة فى يوم الجمعة- (اشاران ذالك اليوم كان عيدا لنا)

অর্থাৎ- হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি -- ''اليوم اكملت ------ دينا'' এ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, অবশ্যই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে এমন জুমার দিন, যে দিন ছিল আরাফতের দিন (৯ই জিলহজ্জ)। [এ কথা বলে ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হবার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল।] (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড পৃঃ নং ১৩৪)

আলোচ্য হাদীস দ্বয়ের আলোকে জানা গেল, আরাফার দিনও আমাদের জন্য ঈদের দিন। সুতরাং যে সমস্ত ওহাবী আলেমগণ একথা বলে অপপ্রচার চালান যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছাড়া অন্য কোন ঈদের কথা কোরআন-হাদীসে নাই, তারা উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের জবাবে কি বলবেন? তাদের বলার কিছুই নেই বরং তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীতও আরো ঈদের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

* কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি দোয়া বর্ণনা করে এরশাদ করেন-

اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করেন। এ দিন (মায়েদা নাযিলের দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে গন্য হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও তা হবে ঈদের দিন। এবং আপনার পক্ষ হতে এটি হবে একটি কুদরতী নিদর্শন। (সুরা মায়েদা আয়াত নং- ১১৪)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'য়ালার নেয়ামত লাভ করার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা যায়।

এছাড়াও লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদরকে ফেরেশতাদের ঈদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন হযরত গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবে বর্ণনা করেন-

فعيد الملائكة ليلة البرائة وليلة القدر

অর্থাৎ- ফেরেশতাদের জন্য লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর দুটি ঈদ। [গুনিয়াতুত তালেবীন (আরবী-উর্দু) পৃঃ নং ৩৬৫]

ঈদের সংজ্ঞা কি ?

আসলে যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ঈদ হিসেবে পালন করতে চান না, তারা ঈদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ।

১। ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব "আল মুজামুল ওয়াসীত" এর ৬৩৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

العيد : ما يعود من هم او مرض او شوق اونحوه- وكل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة اوحبيبة

অর্থাৎ- ঈদ বলা হয় কোন দুশ্চিন্তা বা কোন রোগ অথবা কোন আকাংখা বা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়, যা বারবার ফিরে আসে এবং **এমন প্রত্যেক দিনকে ঈদের দিন বলা হয়, যে দিন কোন সম্মানিত অথবা প্রিয়তম ব্যক্তির স্মরণে মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

২। বিশ্ববিখ্যাত আরবী অভিধান "আল মুনজিদ" এর ৫৩৬ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লিখা হয়েছে-

العيد: ما اعتادك من مرض اوحزن اوهم ونحو ذلك واصله عود ج اعياد: الموسم كل يوم فيه جمع او تذكار لذى فضل اوحادثة مهمة قيل انه سمى عيدا لانه يعود كل سنة بفرح مجدد-

অর্থাৎ- ঈদ অর্থ হলো কোন রোগ, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি ইত্যাদি বিষয়, যা তোমার নিকট ফিরে আসে। عيد শব্দের মূল হলো عود বহুবচনে اعياد। **ঈদ বলতে এমন প্রত্যেক দিনকে বোঝায়, যে দিনে কোন সম্মেলন হয় অথবা কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির স্মরণে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে কোন অনুষ্ঠান হয়।**

বলা হয়েছে, ঈদকে এ জন্য ঈদ বলে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে।

৩। التعريفات الفقهية কিতাবে ৩৯৫ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে

كل يوم فيه جمع اوتذكارلذى فضل ومنه عيد الفطر اول يوم من شوال وعيد الاضحى العشرمن ذى الحجة- قال ابن الاعرابى لانه يعود كل سنة بفرح مجدد اصله عود-

অর্থাৎ- **ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয়, যেদিন কোন সম্মেলন অথবা কোন মহান ব্যক্তির স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।** ঈদের অন্তর্ভুক্ত একটি হলো ঈদুল ফিতর, যা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং আরকটি হলো ঈদুল আযহা, যা জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। **ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, ঈদকে এজন্য ঈদ বলা হয় কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। তার মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা।**

৪। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রহ:) তদীয় 'মুফরাদাত' গ্রন্থের ৩৫২ নং পৃষ্ঠায় বলেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

لـمـا كان ذالك اليوم مجعولا للسرور فى الشريعة۔ كما نبه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله ايام اكل وشرب وبعال۔ صار يستعمل العيد فى كل يوم فيه مسرة۔ وعلى ذالك قوله تعالى: انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا۔

অর্থাৎ- যখন শরীয়তে ঈদের দিন আনন্দ-উৎসব করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেরূপ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র এ বাণী দ্বারা জানা যায়। ঈদের দিন সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- **ঐ দিন হলো খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-উৎসব করার দিন। সুতরাং ঈদ শব্দটি এমন প্রত্যেক দিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, যে দিন কোন আনন্দ-উৎসব করা হয়।** এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালার এ বাণী, যা হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন– হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাজিল করেন। এদিন (মায়েদা নাযিলের দিন) আমাদের জন্য 'ঈদের দিন' হিসেবে গন্য হবে।

৫। ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে "মেসবাহুল লুগাত" কিতাবের ৫৮৩ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে–

عید هروه دن جس مین کسی صاحب فضل یا کسی بڑے واقعه کی یادگار مناتے هوں- کهاگیا هے که اسکو عید اس وجه سے کهتے هیں که هرسال لوٹ کر وه دن اتا هے اور اصل اس کی عود هے العيد باربار انیوالی بیماری یاغم وغیره

অর্থাৎ- **ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয়, যে দিন কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বড় ঘটনার স্মরণে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়।** ঈদকে এজন্য ঈদ বলা হয়, কারণ উহা প্রত্যেক বছর ফিরে ফিরে আসে। عيد এর মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। যে রোগ বা দুশ্চিন্তা বারবার ফিরে আসে তাকেও ঈদ বলা হয়।

৬। "ফিরুজুল লুগাত" এর ১২৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

العيد: مسلمانوں کی جشن کا روز خو شی کا تهوار نها یت خوشی

অর্থাৎ- **ঈদ হলো মুসলমাদের আনন্দের দিন, খুশির কোন অনুষ্ঠান ও খুবই আনন্দিত হওয়া।**

উপরে বর্ণিত অভিধান সমূহের ঈদের সংজ্ঞার আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায়, **ঈদ হলো কোন সম্মানিত প্রিয়তম ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ মহান ঘটনার স্মরণে অনুষ্ঠিত মাহ্‌ফিল, যা প্রতি বছরই নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসে। অথবা মুসলমানদের কোন আনন্দ বা খুশির দিনকেই ঈদের দিন বলা হয়।**

www.AmarIslam.com

সুতরাং ঈদের আলোচ্য সংজ্ঞা সমূহের আলোকে বলা যায়, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। কেননা এদিনে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্মরণ করেই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি কুলের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়তম রাসূল। সেই নবীর মীলাদ বা জন্মের শুভবার্তা নিয়েই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে প্রত্যেক বছরই আমাদের নিকট ফিরে আসে। তাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা রাসূলের দুনিয়াতে শুভাগমণের দিন বা ঘটনাকে স্মরণ করে যে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, তাকে কেন ঈদ বলা যাবে না? অবশ্যই বলা যাবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করা হবে।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করার দলীল ও তার ফযীলত

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরোধিতাকারী ওহাবী-খারেজী আলেমদের দাবি হচ্ছে, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোরআন- হাদীসে নেই, সালফে সালেহীনদের কেউ তা পালন করেননি তাই উহা পালন করা হারাম ও বিদআত। **এর জবাব হচ্ছে-**

কোরআন শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরীফে অগণিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম তথা দুনিয়ায় শুভাগমনের কথা আলোচনা করেছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু আয়াতে কারিমা নিম্নে তুলে ধরলাম।

(١) لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤ منين رؤف الرحيم-

১। অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের থেকে এমন একজন রাসূল এসেছেন- যাঁর নিকট তোমাদের দু:খ কষ্ট দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী এবং মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়। - সুরা তাওবা আয়াত নং - ১১৮।

(٢) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم- انك انت العزيز الحكيم –

২। অর্থাৎ- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান, ওহে প্রভু! তাঁদের মধ্যে তাঁদের হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার বাণী সমূহ তাঁদেরকে পাঠ করে শুনাবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে পবিত্র

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। -সুরা বাকারা, আয়াত নং - ১২৯।

(٣) واذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد- فلما جاء هم بالبينت قالوا هذا سحر مبين-

৩। অর্থাৎ- যখন হযরত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাঈলকে বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তৎসঙ্গে আমার পূর্বে যে তাওরাত এসেছে, তার প্রতি আমার সমর্থন রয়েছে এবং আমার পর যে রাসূল আসবেন তাঁর নাম হবে আহমদ। ঐ রাসূলের সুসংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। আর যখন সে রাসূল তাদের নিকট দলীলসমূহ সহকারে আসলেন, তখন তারা বলতে লাগল, এটা প্রকাশ্য যাদু। - সুরা ছফ, আয়াত নং - ০৬।

(٤) قد جاء كم من الله نوروكتاب مبين

৪। অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান "নূর" [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] এবং স্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন) এসেছে। সূরা মায়েদা, আয়াত নং-১৫।

(٥) واذ اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا - قال فاشهدوا وانا معكم من الشهدين – فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفسقون-

৫। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত নবী তথা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী দুনিয়ায় আগমণ করেছেন, তাদের সবাইকে নিয়ে একটি মজলিস বা সভা করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ বা দুনিয়ায় আগমনের বাণী শোনানো এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সকল নবী (আঃ) গণের পক্ষ থেকে ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন-

অর্থাৎ- স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে এর্মমে অঙ্গীকার নিয়ে ছিলেন। 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো। অতঃপর তোমাদের নিকট তাশরীফ আনবেন রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন। তখন তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবে। এরশাদ করেন,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে ? সবাই আরয করলো 'আমরা স্বীকার করলাম; এরশাদ করেন- তোমরা একে অপরের উপর স্বাক্ষী হয়ে যাও। আমি নিজেও 'তোমাদের সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সে সব লোক ফাসিক। - সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৮১, ৮২।

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমুহের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনা করা হয়েছে। আর মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুনিয়ায় আগমনের কারণে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করার দলীল হলো নিম্ন বর্ণিত আয়াত-

আয়াতটি হলোঃ

* قل بفضل الله وبرحمته فبذا لك فليفرحوا هو خيرمما يجمعون-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন, **আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত** প্রাপ্তিতে তাদের (মোমিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমাকৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়। সূরা ইউনুস, আয়াত নং - ৫৮।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতি (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদ্দুররুল মনসূরে' উল্লেখ করেন-

اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الا ية قال فضل الله العلم ورحمته النبى صلى الله عليه وسلم- قال الله تعالى وما ارسلنك الا رحمة للعلمين-

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "এখানে আল্লাহর **অনুগ্রহ (فضل الله)** দ্বারা ইলমে দ্বীন এবং **রহমত (رحمة)** দ্বারা **নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কথা বুঝানো হয়েছে।** যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান "হে হাবীব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি"। সূরা আম্বিয়া, আয়াত -১০৭। ('আদ্দুররুল মনসূর' চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩৩০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শিহাব উদ্দিন সায়্যেদ মাহমুদ আলুসী (রহ:) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনী'তে বলেন–

اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الفضل العلم والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– নিশ্চয়ই **فضل** বা অনুগ্রহ হলো ইলমে দ্বীন এবং রহমত হলো নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। (রুহুল মা'আনী ১১তম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৮৩)

আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার মীলাদুন্নবী গ্রন্থের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় সুরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "ফজল ও রহমতের" এখানে অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি বলেন ইবারাতুন্নছ দ্বারা যদিও কোরআন ও ইসলামকে বুঝায়, কিন্তু দালালাতুন্নছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিনি হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন আর কোরআন হচ্ছে রাহমাতুল্লিল মোমেনীন। সুতরাং মোমিনের রহমত স্বরূপ কোরআনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা ইবারতের দ্বারা বুঝা গেলেও দালালাতুন্নছ- এর দ্বারা বিশ্ব জাহানের রহমতের আবির্ভাবেও আনন্দ প্রকাশ করা বুঝা যায় অতি সহজে। কেননা তিনি হচ্ছেন কোরআনের ধারক ও বাহক। (তথ্য সূত্র সুন্নী বার্তা, বুলেটিন নং ৫৯)

সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও তার তাফসীরের মাধ্যমে বুঝাগেল, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুনিয়ায় শুভাগমনের কারণে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আনন্দ উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। **আর মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **উপলক্ষ্যে আনন্দ-উৎসব বা খুশি উদ্‌যাপন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধীগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বলতে শুধু ইসলাম ও কোরআনকেই বুঝাতে চান। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত হিসেবে স্বীকার করতে চান না। তাদেরকে উপরোক্ত তাফসীরগ্রন্থ সমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করার অনুরোধ করা হলো। তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে, আল্লাহর রহমত ও করুণা স্বরূপ। সে বিষয়ে পবিত্র কোরআনুল কারিম থেকে কিছু আয়াত ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরলাম। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

(١) وما ارسلنك الا رحمة للعالمين-

১। অর্থাৎ- [হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)

(٢) فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين

২। অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

(সুরা আল বাকারা ,আয়াত নং ৮৪)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরই বরকত। কাজেই কোন কোন তাফসীরকার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আবির্ভাবকেই [মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] আল্লাহর রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

(٣) لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة

৩। অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- আল্লাহ মুমিনদের ওপর অবশ্যই এ অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমুহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান করেন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৬৪)

(٤) الذين بدلوا نعمة الله كفرا

৪। অর্থাৎ- যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফুরী বশতঃ পরিবর্তন করেছে। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত নং-২৮)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বোখারী শরীফের ২য় খন্ডের ৫৬৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال هم والله كفار قريش قال عمروهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন- যারা আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন করেছে আল্লাহর কসম তারা হলো- কুরাইশ গোত্রের কাফেরগণ। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন করেছে তারা হলো কুরাইশ। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই হলেন "نعمة الله " বা আল্লাহর নেয়ামত।

আলোচ্য আয়াত সমূহ ও তার ব্যাখ্যার আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত, অনুগ্রহ ও করুণা ইত্যাদি।

সুতরাং যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত বা অনুগ্রহ স্বীকার করতে চান না, তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। আমরা পবিত্র কোরআন ও ইসলামকেও আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে স্বীকার করি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কোরআন ও ইসলাম সবই আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেয়ামত। আর এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বা রহমত হলো রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কারণ রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে না পেলে আমরা ইসলাম ও কোরআন কিছুই পেতাম না।

হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঃ

অগণিত হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্তের আলোচনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে স্বীয় মীলাদ বা জন্ম দিবস পালন করেছেন। নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম।

(١) عن جابربن عبد الله الانصارى قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلق الله تعالى قبل الا شياء قال يا جابران الله تعالى خلق قبل الا شياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى- ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولاقلم ولاجنة ولانار ولاملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس- (المواهب الد نية)

১। অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন- আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমাকে কি আপনি অবহিত করবেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- হে জাবির! সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তোমার নবীর নুরকে তাঁর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লহ পাকের ইচ্ছায় ঐ নূর কুদরতে যেথায় সেথায় ভ্রমণ করতেছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেস্ত-দোজখ ফেরেশতা, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন-ইনসান কিছুই ছিল না। (মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, শরহে জুরকানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং - ৮৯)

(٢) باب ما جاء فى ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم- عن المطلب ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جده قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وسال عثمان بن عفان قباث بن اشيم اخا بنى يعمر بن ليث انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر منى وانا اقدم منه فى الميلاد –

২। হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সংকলিত সুনানে তিরমিযী শরীফে 'মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)" শিরোনামে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন এবং এতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো-

অর্থাৎ- হযরত মোত্তালিব বিন আব্দিল্লাহ আপন দাদা হযরত কায়েছ বিন মোখরামা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি ও নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমুল ফীল' আর্থৎ- বাদশাহ আবরাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহর গযব নাজিল হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) বনি ইয়ামার ইবনে লাইস- এর ভাই কুবাছ ইবনে আশইয়ামকে বলেন, 'আপনি বড় না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বড়। আর আমি জন্ম সূত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আগে মাত্র। (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং- ২০৩)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম কাহিনী নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন।

৩। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহ:) বলেন- ছহীহ্ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– اول ماخلق الله نورى

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (মাদারেজুন নবুওয়াত, (উর্দু) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১)

(٤) عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبيين وان ادم لمنجدل فى طينته وساخبركم باول امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورويا امى التى رات حين وضعتنى وقد خرج لها نوراضاء لها منه قصور الشام

৪। অর্থাৎ- হযরত ইরবাদ বিন ছারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন নাবীয়্যিন হিসেবে লিখিত ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির খামীরে পরিণত ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার প্রথম অবস্থায় খবর দিচ্ছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সু-সংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে প্রসব করলেন, তখন যে নূর বের হয়েছিল তাতে শাম (সিরিয়া) দেশের দালান-কোঠা তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমি সেই স্বপ্ন বা দৃশ্য। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৫১৩)

(٥)عن العباس انه جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بن عبد الله بن عبد المطلب- ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا-

৫। অর্থাৎ- হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসলেন। কারণ তিনি যেন হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর বংশ বুনিয়াদ সম্পর্কে বিরূপ কিছু মন্তব্য শুনেছেন। [তা হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অবহিত করেন] । তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বর শরীফের উপর আরোহন করেন। (বরকতময় ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে)। অতঃপর তিনি সাহাবা কেরামগণের উদ্দেশ্যে বলেন "আমি কে?" উত্তরে তাঁরা বলেন "আপনি আল্লাহর রাসূল"। তখন হুযুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মান-দানব সবই সৃষ্টি করেন । এতে আমাকে উত্তম পক্ষের (অর্থাৎ মানবজতি) মধ্যে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাদের (মানবজাতি) কে দু 'সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন (অর্থাৎ আরবীয় ও অনারবীয়) এতেও আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ে (আরবী) সৃষ্টি করেন। অতঃপর আবর জাতিকে অনেক গোত্রে বিভক্ত করেন। আর আমাকে গোত্রের দিক দিয়ে উত্তম গোত্রে (কোরাইশ) সৃষ্টি করেন। তারপর তাদেরকে (কোরাইশ) বিভিন্ন উপগোত্রে ভাগ করেন। আর আমাকে উপগোত্রের দিক দিয়ে উত্তম উপগোত্রে (বনি হাশেম) সৃষ্টি করেন। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী , ২য় খন্ড পৃ: নং ২০১, মেশকাত পৃঃ নং ৫১৩)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে নিজের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

(٦) عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كرامتى على ربى انى ولدت مختونا ولم ير احد سواتى-

৬। অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- মহান আল্লাহর পক্ষ্য হতে আমার জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা হলো, আমি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। তাই আমার লজ্জাস্থান অন্য কেউ দেখেনি। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, শরহে জুরকানী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩২)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٧) عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يحدث ذات يوم فى بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم بقوم فيبشرون ويحمدون اذ جاء النبى صلى الله عليه وسلم وقال حلت لكم شفا عتى-

৭। অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি কিছু লোক নিয়ে স্বীয় গৃহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনা করছিলেন। এমন সময় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে তাশরীফ আনেন এবং তা দেখে এরশাদ করেন- "তোমাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমার শাফা'আত বৈধ হয়ে গেল"। (অর্থাৎ সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেল। (আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর) তথ্যসূত্র মিলাদ ও কিয়ামের বিধান, পৃষ্ঠা নং-১০, হাকিকতে মিলাদ, পৃষ্ঠা নং-২৫।

(٨) عن ابى الدرداء رضى الله عنه انه مر مع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الا نصارى وكان يعلم وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملا ئكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا نجاتك–

৮। অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রাঃ)-এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারী (রাঃ) তাঁর সন্তানদের ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন- "এ দিনটি, এ দিনটি" তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- ("হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফিরিশতাগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মতো আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (মীলাদ মাহফিল করবে) তারা তোমার মতোই নাজাত লাভ করবে। (আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর) তথ্যসূত্র হাকিকতে মিলাদ, পৃষ্ঠা নং-২৫।

আলোচ্য হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং তা নিজ সন্তানদের ও স্বগোত্রীয়দের শিক্ষা দিতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর জন্ম বৃত্তান্ত তথা দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনার মাহফিল করা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সুন্নাতে সাহাবা (রাঃ)।

এমনকি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় স্বয়ং রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্টভাবে স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করে, উম্মতকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উৎসব বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদীস শরীফটি হলো নিম্নরূপঃ

عن ابى قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم (يوم) الا ثنين – فقال فيه ولدت وفيه انزل على- (فاصوم شكرا لهذين النعمتين)-

৯। অর্থাৎ- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, <u>**"ইহা এমন একটি দিন, যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার ওপর কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে"**। কিতাবের মধ্যে বাইনাছছতর বা দুই লাইনের মধ্যখানে লেখা রয়েছে- **"আমি এ দু'নেয়ামতের শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোজা রাখি।"**</u> (মেশকাত শরীফ, পৃঃ নং ১৭৯, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ নং ৩৬৮)

আলোচ্য হাদীস শরিফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ বা দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শরীয়তের আলোকে বৈধ পন্থায় শোকরিয়া হিসেবে যে কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠান (ওয়াজ-মাহফিল, মেহমানদারি, নফল ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা ও জশনে জুলুসের আয়োজন করা ইত্যাদি) উদ্‌যাপন করা বৈধ এবং সুন্নাতে রাসূল। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি হয়ে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি বা আনন্দ অনুষ্ঠান।

এখন ইবনে আব্দুল জলীল গংদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা কি উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহ পাঠ করেনি? পাঠ করে থাকলে কিভাবে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে হারাম, শিরক ও বেদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে মুসলিম সমাজে ফেৎনা ফাসাদের সৃষ্টি করলো?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোলাফায়ে রাশেদিন (রাঃ)দের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মক্কা শরীফের প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে হাজার আল হায়তামী আশ্‌শাফী (রহঃ) (যার জন্ম ৮৯৯ হিজরী, ইন্তেকাল ৯৭৪ হিজরী) তাঁর লিখিত "আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলম" কিতাবের মধ্যে নিম্মোক্ত হাদীসগুলো তিনি বর্ণনা করেন-

(١) قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنة

১। অর্থাৎ- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৭)

(٢) قال عمر رضى الله عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام-

২। অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্মান করলো, সে অবশ্যই ইসলামকে জীবিত করলো"।

(আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৭)

(٣) قال عثمان رضى الله تعالى عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم فكانما شهد غزوة بدرو حنين-

৩। অর্থাৎ- হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম খরচ করল- সে যেন নবীজির সাথে বদর ও হুনাইন জিহাদে শরীক হলো"। (আন নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৮)

(٤) قال على رضى الله عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقرأته لا يخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة بغير حساب-

৪। অর্থাৎ- হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্মান করবে এবং উদ্যোগক্তা হবে। সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জন্নাতে প্রবেশ করবে"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৮)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রখ্যাত আলেমগণের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঃ

(١) قال حسن البصری (التابعی) رضی الله عنه وددت لوکان لی مثل جبل احد ذهبا فانفقته علی قراءة مولد النبی صلی الله علیه وسلم-

১। অর্থাৎ- প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন- "যদি আমার উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি উহা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর মীলাদুন্নবী মাহফিলে খরচ করাকে পছন্দ করতাম"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৮)

(٢) قال جنید البغدادی قدس الله سره من حضر مولد النبی صلی الله علیه وسلم وعظم قدره فقد فازبالایمان

২। অর্থাৎ- হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এ উপস্থিত হয়ে উহাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে, সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং-৮)

(٣) قال معروف الکرخی قدس الله سرمن هیا طعاما لاجل قرأة مولد النبی صلی الله علیه وسلم وجمع اخوانا واوقد سراجا ولبس جدیدا تبخروتعطر تعظیما لمولود النبی صلی الله علیه وسلم حشره الله یوم القیامة مع الفرقة الاولی من النبیین وکان فی اعلی علیین

৩। অর্থাৎ- হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) বলেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে পানাহারের আয়োজন করে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে। আলোকসজ্জা করে, নতুন পোষাক পরিধান করে এবং খুশবো, আঁতর, গোলাপ ও লোবান প্রয়োগে নিজেকে সুগন্ধিযুক্ত করে। রোজ কিয়ামতে প্রথম শ্রেণীর নবীদের সাথে তার হাশর হবে এবং ইল্লীঈনের সর্বোচ্চ স্থানে সে অবস্থান করবে। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং-৯)

(٤) قال الامام الشافعی رحمة الله علیه من جمع لمولد النبی صلی الله علیه وسلم اخوانا وهیا طعاما واخلی مکانا وعمل احسانا وصارسببا لقرأته بعثه الله یوم القیامة مع الصد یقین والشهداء والصا لحین ویکون فی جنات النعیم

৪। অর্থাৎ- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন- যদি কোন ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে মুসলিম ভাইদেরকে খাবার তৈরি করে মজলিসে আপ্যায়ন করে, কোন স্থানে সভার আয়োজন করে ও ইবাদত সম্পন্ন করে। রোজ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিয়ামতে ছিদ্দিকীন, শোহাদা ও ছালেহীনদের সাথে তার হাশর হবে এবং জান্নাতুন নাঈমে সে অবস্থান করবেন। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১০)

৫। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) বলেন- যে ব্যক্তি সামান্য লবন, গম বা অন্য কোন খাদ্য দিয়ে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়োজন করবে, নিশ্চয়ই এতে এবং সংশ্লিষ্ট সব কিছুতে বরকত হবে। সে খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থিতিশীল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা উহা ভক্ষণকারীকে মাফ না করেন। যদি কেবল পানি দিয়ে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল আয়োজন করা হয় এবং কেউ যদি সে পানি পান করে, তবে তার অন্তরে এক হাজার নূরানী রহমত প্রবেশ করবে। তার অন্তর থেকে এক হাজার বিদ্বেষ, রোগ ও সঙ্কীর্নতা দূর হবে। আর যেদিন বহু অন্তরের মৃত্যু হবে, সে দিন সে অন্তর মৃত্যু বরণ করবে না।

যে ব্যক্তি কোন মুদ্রা দ্বারা মীলাদ শরীফ পড়বে, সে মুদ্রা রূপার কিংবা সোনার তৈরি হলেও সে মুদ্রা যদি অন্য মুদ্রার সাথে মিশে যায় তবে অন্যসব মুদ্রায় রবকত নাযিল হবে এবং সে মুদ্রার বাহক কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না। হুযুর পুর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বরকতে তাঁর হাত কখনো কপর্দকহীন হবে না। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং-৯)

৬। হযরত জালালুদ্দীন সয়ূতী (রহঃ) তাঁর স্ব-রচিত "আল উয়াছায়েল ফী শরহীশ শামাইল" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "যে গৃহে বা মসজিদে কিংবা মহল্লায় মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তখন অবশ্যই সে গৃহ বা মসজিদ বা মহল্লা অসংখ্য ফেরেশতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং উক্ত স্থান সমূহে যারা অবস্থান করে তাদের জন্য তাঁরা সালাত পাঠ করে। (অর্থাৎ তাদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে) এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সাধারণভাবে রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর নূরের মালা পরিহিত ফেরেশতাকুল বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল (আঃ) মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে মাহফিল আয়োজনকারীর গুনাহ মাফের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। তিনি আরো বলেন, "যে মুসলমানের গৃহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদপাঠ করা হয়, সে গৃহ ও গৃহে বসবাসকারী ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নি, পানি, পরনিন্দা, কুদৃষ্টি ও চুরি ইত্যাদির আক্রমন থেকে মুক্ত থাকবে। সে ঘরে যার মৃত্যু হবে সে মৃত ব্যক্তি কবরে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজে দিতে পারবে। যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদকে সম্মান করতে চায়, তার জন্য ইহাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নিকট নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিলাদের কোন মর্যাদা নেই, তার অন্তর এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, তার সামনে হুযুর পুর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশ্বজোড়া প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হলেও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার অন্তরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য বিন্দুমাত্র মুহাব্বতের উদ্রেক হবে না। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১০ ও ১১)

৭। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন-

(৭) فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولد المبارك اعيادا جمع عيد ليكون (الاتخاذ) اشد علة (اى مرض وفى بعضها بغين معجمة مضمومة اى احتراق قلبه فكلا هما صحيح على من فى قلبه مرض-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাতসমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে, যাদের অন্তরে (নবী বিদ্বেষী) রোগ রয়েছে। তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারণ করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৬২)

৮। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন-

(৮) الله تعالى ان پررحمتيں نازل كرتاهے جو ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كى شب كو عيد مناتى هيں- اور جس كى دل ميں عناد اورد ثمنى كى بيمارى هے وه اپنى دشمنى ميں اورزيادة سخت هو جاتاهے

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে, তার উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন।

আর যার মনে হিংসা এবং [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ (নবী বিদ্বেষী) রোগ আরো শক্ত আকার ধারণ করে।

(মা সাবাতা বিসসুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং-৮৬)

উপরোক্ত দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) দের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।

এখন ইবনে আব্দুল জলীল গং সহ যারা ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে শিরক, হারাম ও বিদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তাদেরকে উপরোক্ত এ দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নসিহত করা গেল। তাঁদের থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের ঈমানকে পরিশুদ্ধ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করুন। তাঁদের ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে অবদান না থাকলে, আপনারা হাদীস কি শাস্ত্র তাও চিনতেন না।

৯। আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ কুস্তোলানী (রহঃ) 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ' নামক কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুগ্ধপান শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

وارضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة عتيقة ابى لهب اعتقهاحين بشرته بولا دته صلى الله عليه وسلم وقد روى ابولهب بعد موته فى النوم وقيل له ما حالك؟ وقال فى النار الا انه خفف عنى كل ليلة الاثنين وامص من بين اصبعى هاتين ماء واشار برأس اصبعة وان ذلك باعتاقى لثويبة عند بشرتى بولادة النبى صلى الله عليه وسلم وبارضاعها له-

অর্থাৎ- আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াইবাহ তাঁকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুগ্ধপান করিয়েছেন। যাকে আবু লাহাব তখনই আযাদ করেছিলো যখন তিনি তাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ শুনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, একদা আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা গিয়েছিলো। (হযরত আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর স্বপ্নে দেখেছিলেন) তখন তাকে বলা হলো "তোমার কি অবস্থা?" সে বলল দোজখেই আছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি কিছুটা শিথিল করা হয়; আর আমি আমার এ আঙ্গুল দু'টির মধ্যখানে চুষে পানি পানের সুযোগ পাই। আর তখন সে তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ইশারা করলো। আর বললো, আমার শাস্তির শিথিলতা এ জন্য যে, সুয়াইবা যখন আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেলাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলো, তখন তাকে আমি আযাদ করে দিয়েছিলাম এবং সে হুযুরকে দুগ্ধপান করিয়েছে।

তিনি আরো বলেন-

قال ابن الجزرى فاذا كان هذا ابو لهب الكافر الذى نزل القران بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم' فما حال المسلم الموحد من امته عليه الصلاة والسلام الذى يسر بمولده ويبذل ماتصل اليه قدرته فى محبته صلى الله عليه وسلم لعمرى انما يكون جزاؤه من الله الكريم ان يد خله بفضله العميم جنات النعيم-

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- এতদভিত্তিতে, আল্লামা মুহাদ্দিস ইবনে জাযরী (রাঃ) বলেন, যখন ঐ আবু লাহাব কাফির, যার তিরস্কারে কোরআন নাযিল হয়েছে। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আনন্দ প্রকাশের কারণে জাহান্নামে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ঐ একত্ববাদী মুসলমানের কি অবস্থা ? যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বেলাদাতে খুশী হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসায় তার সাধ্যনুযায়ী খরচ করে। (তিনি জবাবে বলেন-)

আমার জীবনের শপথ! **নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাকে আপন ব্যাপক করুণায় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।** (শরহে জুরকানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৫৮–২৬২)।

১০। আবু লাহাবের উক্ত ঘটনা সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ পবিত্র বোখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

قال عروة و ثويبة مو لاة لابى لهب كان أبو لهب اعتقها فار ضعت النبى صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أنى سقيت فى هذه بعتا قتى ثويبة-

অর্থাৎ- হযরত ওরওয়া ইবনে যোবাইয়ের (রা:) বলেন, সুয়াইবাহ্ আবূ লাহাবের দাসী ছিলেন। আবূ লাহাব (হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদতের সু-সংবাদ দেওয়ার কারণে (আনন্দিত হয়ে) সুয়াইবাহকে আযাদ করে দিয়েছিলো। অতঃপর সুয়াইবাহ্ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুধ পান করিয়েছিলেন। এরপর যখন আবূ লাহাব মৃত্যুবরণ করলো, তখন (এক বছর পর) তার ঘনিষ্টদের কেউ [হযরত আব্বাস (রা:)] তাকে স্বপ্নে শোচনীয় অবস্থায় দেখে তার উদ্দেশে বলেন, "তোমার অবস্থা কেমন ?" আবূ লাহাব তদুত্তরে বললো, "তোমাদের নিকট থেকে আসার পর আমি কোন প্রকার শান্তি পাইনি, কেবল আমি যে (আল্লাহর হাবীবের জন্ম সংবাদ বা মীলাদ শরীফের খুশীতে) সুয়াইবাহকে (তর্জনী ও মধ্যমা দু'টি অঙ্গুলের ইশারায়) আযাদ করেছিলাম, ওই কারণে (প্রতি সোমবার আঙ্গুল দু'টির মধ্যে কিছু পানি জমে থাকে) আমি ওই পানি চুষে থাকি ও প্রতি সোমবার আযাবকে হাল্কা বোধ করে থাকি।" (বোখারী শরীফ : ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭৬৪)।

বোখারী শরীফে উক্ত পৃষ্ঠায়ই শেষের দিকে এ হাদীসের পাদটীকায় বর্ণিত আছে :

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لأنها بشرت أبا لهب بولادته صلى الله عليه وسلم فاعتقها فنفعه عتقه ومعنى نفعه اياه أنه بقي من عمله هذا ولم يحبط كسائر أعماله ببركته ﷺ.

অর্থাৎ- সুয়াইবাহ্ আবূ লাহাবকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের সু-সংবাদ দেওয়ার কারণে আবূ লাহাব তাকে আযাদ করে দিয়েছিলো। অতঃপর এ আযাদ করাটা (পরকালে) আবূ লাহাবের উপকারে এসেছে। এ কাজ তার উপকারে আসার অর্থ হলো- তার এ কর্ম হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতে অবশিষ্ট ছিল। অন্যান্য কাজের ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যায়নি।

১১। আল্লামা কুস্তোলানী (রহ:) স্বীয় মাওয়াহিব গ্রন্থে আরো বলেন-

ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصد قون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم- ومما جرب من خواصه انه امان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام' فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض او عناد

অর্থাৎ- প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেলাদত শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন। উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ- খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমানে করেন এবং নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেলাদাত শরীফের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। এর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও পরীক্ষিত যে, নিঃসন্দেহে গোটা বছরই তারা নিরাপদে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হয়ে থাকে। (ইমাম কুস্তোলানী (রহঃ) দো'আ করে বলেন) অতএব, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুণ, যে মীলাদুন্নবী মোবারক মাসের রাত গুলোকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করে-এ লক্ষ্যে যেন নাস্তিকদের অন্তরে অসহনীয় জ্বালা সৃষ্টি হয়। (শরহে জুলকানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৬১-২৬৩)

১২। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত "আদ দুররুস সামীন ফী মুবাশশারাতিন নবীয়্যিল আমীন" কিতাবের ৯ম পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اخبرنی سیدی الوالد کنت اصنع فی ایام المولد طعاما صلة بالنبی صلی الله علیه وسلم (فی کل سنة) فلم یفتح لی سنة من السنین شئ اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمته بین الناس فرأیته صلی الله علیه وسلم (ای فی المنام) وبین یدیه هذه الحمص مبتهجا بشاشا

অর্থাৎ- আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমাকে অবহিত করে বলেন, আমি প্রতি বছর নবীকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মীলাদ উপলক্ষ্যে বিরাট খাবার আয়োজন করে আসছিলাম। অত:পর এক বছর খাবারের আয়োজন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং অল্প ভাজ্যকৃত চনা ব্যতীত আর কিছুই আমি জোগাড় করতে পারিনি। কাজেই সেগুলো উপস্থিত লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলাম। অতঃপর আমি স্বপ্নে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হলাম। দেখলাম, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর সামনে ঐ চনাগুলো মওজুদ আছে। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত আনন্দিত ও হাস্যোজ্জল। (তথ্যসূত্র : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন, পৃষ্ঠা নং- ৮১, ফতুয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং- ১৩৭, হাকিকতে মিলাদ, পৃষ্ঠা নং- ২৮)

১৩। 'ফয়ূযুল হারামাইন' কিতাবে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আরো বলেন ঃ

وکنت قبل ذلك بمکة المعظمة فی مولد النبی صلی الله علیه وسلم فی یوم ولادته والناس یصلون علی النبی صلی الله علیه وسلم ویذکرون ارهاصاته التی ظهرت فی وقت ولا دته ومشاهده قبل بعثته فرأیت انوارا سطعت دفعة واحدة –لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد `ولا اقول ادرکتها ببصر الروح فقط والله اعلم کیف کان الامر بین هذا وذلك – فتأملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائکة الموکلین بامثال هذه المشاهد وبامثال هذه المجالس فرأیت یخالطه انوارالملائکة انوار الرحمة

অর্থাৎ- আমি এর পূর্বে মক্কা মু'আয্‌যমায় বেলাদত শরীফের বরকতময় ঘরে বেলাদত শরীফের তারিখে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে লোকজন সমবেত হয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর একত্রে দুরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন। তাঁরা হুযুরের শুভাগমনের সময় সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী ও তাঁর নবুয়ত প্রকাশের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্বে সংঘঠিত ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। তারপর আমি সেখানে এক মিশ্র নূরের ঝলক প্রত্যক্ষ করলাম। আমি বলতে পারিনি যে, এ নূরগুলো চর্মচক্ষে দেখেছিলাম এবং এটাও বলতে পারি না যে, এগুলো কেবল মাত্র অন্তর চক্ষুতে দেখেছিলাম। এ দুটোর মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কী ছিল, তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। অত:পর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম এবং উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ নূর বা জ্যোতি ঐ সব ফিরিশতার, যাঁরা এ ধরনের মজলিস ও উল্লেখযোগ্য (ধর্মীয়) স্থানসমূহে (জ্যোতি বিকিরনের জন্য) নিয়োজিত থাকেন। আমার অভিমত হলো সেখানে ফিরিশতাদের নূর ও রহমতের নূরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ('ফয়ূযুল হারামাইন' (আরবী-উর্দু) পৃষ্ঠা নং- ৮০-৮১)

১৪। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় 'মা সাবাত বিস্ সুন্নাহ' (উর্দু) গ্রন্থের ৮১ নং পৃষ্ঠায় বলেন–

بارھویں ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت ماب ﷺ مشھور ہے اور اہل مکہ کا عمل یھی ھے کہ وہ اس تاریخ کو
مقام ولادت رسالت ماب ﷺ کی اب تک زیارۃ کرتے ھیں

অর্থাৎ- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর জন্ম তারিখ হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই প্রসিদ্ধ এবং মক্কাবাসীদের আমল হল, উক্ত তারিখে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্ম স্থান যিয়ারত করতেন যা বর্তমান সময় (মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর সময়কাল ১০৫১ হিজরী) পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

১৫। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন–

مسلمان ھمیشہ سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے آئے ھیں محفل میلاد کی ساتھ ھی دعوتیں دیتے
کھانے وغیرہ پکواتے اور غریبوں کو طرح طرح کے تحفہ تحائف تقسیم کرتے خوشی کا اظھار کرتی اور دل کھول کر خرچ
کرتے ھیں نیز ولادت باسعادت پر قرآن خوانی کراتے اور اپنے مکانوں کو مزین کرتے ھیں ان تمام افعال
حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ھوتا رھتا ھے

অর্থাৎ– মুসলমানগণ সর্বদা (নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে) মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত করে আসছে। মীলাদ মাহফিলে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য পাকানো হয় এবং গরীব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নানারকম হাদিয়া তোহফা বন্টন করা হয়। আনন্দ প্রকাশ করে মন খুলে খরচ করে। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুভাগমন উপলক্ষ্যে কোরআন খানির আয়োজন এবং নিজ নিজ বাড়ি-ঘর সু-সজ্জিত করে। এ সমস্ত উত্তম কাজের বরকতে ঐ সমস্ত লোকদের উপর (যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে উপরোক্ত আমলসমূহ করে) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বরকত অবতীর্ণ হতে থাকে।

১৬। ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী (রহ:) স্বীয় গ্রন্থ "হুসনুল মাখসুদ ফি আমালীল মাওলিদ"-এ হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ:)-এর নিম্ন বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেন-

وقد سئل شيخ الا سلام حا فظ العصر ابو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فاجاب بما نصر قال وقد ظهر نى تخريجها على اصل ثابت، وهو ماثبت فى الصحيحين من ان النبى ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عا شوراء فسالهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما من به فى يوم معين من اسداء نعمه او دفع نقمه ويعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة واى نعمة اعظم من النعمه ببروز هذا النبى ﷺ الذى هو نبى الرحمة فى ذالك اليوم-

অর্থাৎ- শায়খুল ইসলাম হাফেজুল আসর আবুল ফজল ইবনে হাজর (রহ:) এর কাছে মীলাদ মাহফিল উদযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি এর জবাবে বলেন- আমার কাছে মিলাদ শরীফের আদি সূচনার প্রমাণ মিলেছে সহীহ বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থের হাদিস দ্বারা, যেখানে উল্লেখিত আছে যে, যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে তাশরীফ আনেন, তখন তিনি ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখেন। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন- তোমরা এ দিন কেন রোযা রাখ ? তারা বলল- এ দিন আল্লাহ পাক ফেরাউনকে ডুবিয়েছেন এবং হযরত মুসা (আঃ)কে নাজাত দিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহর শোকর আদায় কল্পে প্রতি বছর এ দিনে রোযা রাখি। এ পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন নির্ধারিত দিনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোন করুনা বা বখশিস বা কোন বিপদ দূরীভূত হওয়ায় আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করা উচিত এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতি বছর এ দিনকে স্মরণ করাও খুবই সমীচীন। আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া নামাজ, রোজা, সদকা, তেলাওয়াতে কোরআন ও অন্যান্য নেক কাজ দ্বারা আদায় করা যায়। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে হুযূর নবী এ রহমত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলাদত থেকে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে ? এ জন্য এ দিন নিশ্চয়ই যথাযথভাবে পালন করা উচিত। (তথ্যসূত্র : ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরীর জশ্‌নে ঈদে মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং-৮)

১৭। হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ:) স্বীয় গ্রন্থ "আল মাওরিদুর রাবী ফী মাওলিদীন নাবী"তে বর্ণনা করেন–

امام شمس الدين السخاوى وانما حدث بعدها بالمتاصد الحسنة والنية التى لـلا خـلاص شـامـلة ثـم لازال اهل الاسلام فى سائر الاقطار والمدن العظام يـحتـفـلـون فى شهر مولده ﷺ وشرف وكرم بعمل الولائم البديعة والمطاعم الـمشتـمـلة عـلـى الامـور البهية والبـديـعة ويتـصـد قون فى لـيـاليـه بـانواع الـصـدقـات ويظـهـرون الـمسـرات ويـزيـدون فى المبرات بل يعتنون بقراءة مـولـده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم عميم بحيث كان مـمـا جـرب كما قال الا مام شمس الدين بن الجزرى المقرى انه امان تام فى ذالـك العام وبشرى تعجل بنيل ماينبغى ويرام-

অর্থাৎ- ইমাম শামসুদ্দীন আস-ছাখাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন মাহফিলে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রচলন কুরুনে সালাসা (সাহাবী, তাবেঈ ও তবে-তাবেঈ এর যুগ) এর পর শুরু হয়েছিল। যথাসম্ভব খালেস নিয়তের উপর ভিত্তি করে এর সূচনা করা হয়েছিল। এরপর থেকে সারা বিশ্বে এবং বড় বড় শহরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বেলাদতের মাসে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন হয়ে আসছে এবং এর মর্যাদা ও শান শওকত, উন্নত যিয়াফত ও বর্ণাঢ্য খানা পিনার আয়োজনের মাধ্যমে আজও অটল রাখা হয়েছে। এখনও মীলাদুন্নবীর মাসে নানা রকম দান খয়রাত করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং অধিক হারে নেক কাজ করা হয়। বরং যখন মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাস ঘনিয়ে আসে, তখন থেকে বিশেষ আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ফলে এ পবিত্র মাসের বরকতে আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় বড় করুনা ওদের প্রতি প্রকাশ পায়। এটা পরীক্ষিত আমল। যেমন ইমাম শামসুদ্দীন বিন আজ-জযরী আল মক্কী বর্ণনা করেছেন যে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের ফলে সারা বছর নিরাপদ, শান্ত থাকে এবং মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ সহসা পাওয়া যায়। (তথ্যসূত্র : ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরীর জশ্নে ঈদে মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং-১৬)

১৮। তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো বলেন-

لازال اهل الاسلام يحتفلون فى كل سنة جديدة ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم-

অর্থাৎ- মুসলমানগণ প্রতি নব বৎসরে মাহফিল করে থাকেন এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মিলাদ শরীফ পাঠের বরকতে তাদের উপর অনেক প্রকারের কল্যাণ সাধিত হয়। (তথ্যসূত্র : হাকিকতে মিলাদ, পৃষ্ঠা নং-৩৫)

১৯। প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজী (রহঃ) বলেন-

لا زال اهل الحرمين الشريفين والمصرو اليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول- وينالون بذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما- (ميلاد النبى للجورى)

অর্থাৎ- সর্বদা মক্কা ও মদিনাবাসী, মিসর, ইয়ামেন, সিরিয়াবাসী এবং আরবের পূর্ব-পশ্চিমের সকলেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুষ্ঠান করে থাকেন। রবিউল আউয়াল মাসের নব চন্দ্রের আগমনে আনন্দ উৎসব করেন এবং তারা সকলেই এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা মহান পুরস্কার ও সফলতা লাভ করে থাকেন। (তথ্যসূত্র : বাগে খলিল, পৃষ্ঠা নং-৭৫)

২০। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব تواريخ حبيب اله এর মধ্যে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বর্ননা করেন-

حرمین شریفین اور اکثربلاد اسلام میں عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتی ہیں اورمسلما نکو جمع کر کے ذ کر مولود شریف کر تی` ہیں اورکثرت درود کی کرتی ہیں اور بطور دعوت کر کھانا یا شیرنی تقسیم کرتی ہیں سو یہ امر موجب برکات عظیمہ ہے اور سبب ہے ازدیار محبت کا ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی- بارھویں ربیع الاول کو مد ینة منورة میں یہ محفل متبرک مسجد شریف میں ہو تی ہے اور مکة معظمة میں مکان ولادت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- মক্কা ও মদীনা শরীফ এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর মাহফিল অনুষ্ঠিত করে মুসলমানদেরকে একত্র করে মীলাদ শরীফ পাঠ করা হতো। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো এবং নেওয়াজ বিতরন করা হতো। ইহা একটি বিরাট বরকতময় কাজ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ভালোবাসা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখ মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নব্বীতে এবং মক্কা শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর জন্মস্থানে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। (তাওয়ারিখে হাবিবে ইলাহ পৃষ্ঠা নং- ১২)

তিনি উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা করেন-

سو مسلمانوں کو چاہئے کہ بمقتضائے محبت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفل شریف کیا کریں اور اس میں شریك ہوا کریں

অর্থাৎ- সুতরাং মুসলমানদের রাসুলের মহব্বত ভালোবাসায় এ মাহফিল করা এবং তাতে শরিক হওয়া উচিৎ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজী (রহঃ) ও তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ'র বর্ণনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল মক্কা, মদীনা, মিসর, ইয়ামেন ও শাম ইত্যাদি সহ প্রায় সকল মুসলিম দেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে এ সমস্ত দেশের মুসলমানগণ আনন্দ-উৎসব ও মেহমানদারীর আয়োজন করতেন।

সুতরাং বর্তমান সময়ে যারা মক্কা ও মদীনা শরীফে ওহাবী মতবাদের অনুসারী সরকার কর্তৃক মীলাদুন্নবী মাহফিল বন্ধ থাকার কারনে দাবী করেন যে, মক্কা মদীনায় এ সমস্ত মীলাদ শরীফের মাহফিল নাই। এ সমস্ত মাহফিলের আয়োজন করা ঠিক নয়। তাদেরকে উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দেয়া গেল।

উপরোক্ত এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো রাসূল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে মক্কা-মদীনা শরীফসহ প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশেই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের শুকরিয়া হিসেবে আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জামায়াতে ইসলামির অনুসারী যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে স্বীকার করতে চান না তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের- এ কথাটির দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিন হলো ১২ই রবিউল আউয়াল। সে দিনের অনুষ্ঠানকে "মীলাদ মাহফিল নাম দেওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। আরব দেশগুলোতেও এ দিনটিকে "ঈদে মীলাদুন্নবী" হিসেবে পালন করা হয়।" (পৃথিবী, মে ২০০৩ইং পৃষ্ঠা নং ৩০)

১২ রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়।

ইবনে আব্দুল জলীল গং সহ যারা বলতে চান যে, ১২ই রাবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত বা ইন্তেকালের তারিখ হিসেবে ঐ দিন ঈদ বা আনন্দ উৎসব করা ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের তারিখ হলেও ঐ দিন কোন শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়। কারণ-

প্রথমত ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষ্যে শোক পালন করা যায়েজ নাই। যেমন-

১। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ "তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ" গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اوربھی علماء ے لکھاھے کہ اس محفل مین ذکر وفات شریف کا نہ چاھئے
اس لئے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد شریف کے منعقد ہوتی ھے
ذکرغم جانکاہ اس میں محض نازیباھے – حرمین شریف میں ھرگز اجازت
ذکر قصۃ وفات کی نہیں ھے .

অর্থাৎ- আলেম সমাজ এ কথাও লেখেছেন যে, এ মাহফিলে রাসূলের ওফাত শরীফ বা ইন্তেকালের আলোচনা করা ঠিক নয়। এজন্য যে, এ মাহফিল মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুশি উদযাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে শোক-দুঃখের আলোচনা শোভা পায়না। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা শরীফে রাসূলের ওফাত শরীফের আলোচনা করার অনুমতি কখনো ছিল না।

২। এমনকি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবর মতেও ওফাতুন্নবী বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস পালন করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

Bangladesh Anjumane Ashekdane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর মৃত্যু নেই। তাই আল্লাহ একই দিনে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ- আল্লাহ চান না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু দিবস পালন করা হোক। তাছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলো আল্লাহ তায়ালার রূহানী সত্ত্বা। যে গুনাবলী আল্লাহ আর কাউকে দেননি। তিনি সরকার তথা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত দিবস পালনের নিন্দা করেন"। (দৈনিক ইনকিলাব, ১১ পৃষ্টা ২.৮.৯৮ইং রবিবার)

দ্বিতীয়ত ঃ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালও উম্মতের জন্য রহমত।

এ প্রসঙ্গে মীলাদুন্নবী বিরোধীগণের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তদীয় 'নশরুত্তীব' কিতাবের ১৯৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

وفات شریف سے اپ پراور اپکی امت پر نعمت ورحمت الٰھی کے تام اور کامل ھونیمیں ھر چند کہ یہ واقعۃ طبعا وفطر
ایسا جان فرسا دھوش رھاھے کہ اسکی نظیر دوسرا واقعۃ ھوا اور نہ ھو مگر اپ کی شان رحمۃ للعلمین ھونیکی ایسی مطلق ھے
کہ اس واقعۃ میں بھی اوسکا ظھور بدرجۃ اتم ھوا یعنی یہ وفات بھی امت کیلئے مظھر رحمت الٰھیۃ ھوئی اور جب اپ
سبب رحمت ھیں تو خود کسدرجۃ مورد رحمت ھونگے تو یہ وفات خود اپ کیلئے بھی نعمت عظمی ھوئی

অর্থাৎ- "হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের মাধ্যমে তার প্রতি এবং তার উম্মতের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদিও এ ঘটনাটি স্বভাবগত কারণেও অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক এমনকি দুঃখ জনক ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি আর পরেও হবেনা। তুবও যেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাই তার ইন্তেকালের মাধ্যমেও আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত আর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কেন্দ্রও তিনিই। ইন্তেকাল তাঁর জন্যও এক বিরাট নিয়ামত"। প্রকাশ থাকে যে, থানবী সাহেব এ প্রসঙ্গে উক্ত কিতাবে ১২টি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়ত ঃ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হায়াতুন্নবী। তাই হায়াতুন্নবীর ওফাত বা মৃত্যু দিবস পালন হতে পারে না।

১। মেশকাত শরীফের ১২০নং পৃষ্ঠায় "বাবুল জু'মায়াতে" বর্ণিত আছে। রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. فنبي الله حي يرزق-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য আম্বিয়া (আঃ) দের দেহ মোবারক ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী (আঃ) জীবিত ও রিযিক প্রাপ্ত।

২। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় মেরকাত গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

فلافرق لهم فى الحالين ولذا قيل اولياء الله لايموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ) দের ইন্তিকালের পূর্বের ও পরের অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। এ জন্য বলা হয় আল্লাহর বন্ধুগণ মৃত্যুবরণ করেন না। বরং তাঁরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হন।

৩। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত কিতাবের ৫ম খন্ডের ২৬৩ নং পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করেন-

فدل على ان الانبياء احياء حقيقة ويريدون ان يتقربوا الى الله فى عالم برزخ من غير تكليفهم كما انهم يتقربون الى الله بالصلاة فى قبورهم ففى صحيح مسلم عن انس انه عليه الصلاة والسلام راى موسى قائما فى قبره يصلى-

অর্থাৎ- প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া (আঃ) গণ প্রকৃত হায়াতের সাথে জীবিত। তাঁরা আলমে বরজখে "মুকাল্লাফ বিশশরা" (শরীয়তের হুকুম প্রাপ্ত) না হয়েও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ইচ্ছা করেন। যেমনভাবে তাঁরা কবর শরীফে নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। ছহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুছা (আঃ) কে তার নিজ কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

(৪) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তদীয় "আশীয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাত" (উর্দু) ২য় খণ্ডের ৬১১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

انبیاء علیہم السلام کا بعد از موت زندہ رہنا بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کسی کا بھی انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی حقیقی میں قطعا کوئی اختلاف نہیں ان حیات معنوی اور روحانی نہیں جیسی کہ شہداء کی زندگی ہے

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ)দের ইন্তিকালের পরও জীবিত থাকা সর্বজন স্বীকৃত একটি মাসয়ালা। আম্বিয়া (আঃ) গণ শারীরিক ও প্রকৃত হায়াতের সাথে জিন্দা, এ ব্যাপারে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারো কোন মতবিরোধ নেই। তাদের হায়াত রুহানী ও রূপক নয়, যেমন শহীদগণের হায়াত রুহানী ও রূপক হয়ে থাকে।

(৫) শারেহুল বোখারী আল্লামা কুস্তোলানী (রাঃ) তাঁর "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

قد قال علمائنا لافرق بين موته وحيوته عليه السلام فى مشاهدته لامته ومعرفته باحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك جلى عنده لاخفاء به۔

অর্থাৎ- আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হায়াত ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মাতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৫)

ইতিপূর্বেও বিশ্বের কোন মুসলিম দেশে ওফাতুন্নবী বা নবীর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়েছে এমন কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত নেই। বরং রবিউল আউয়াল মাস আগমন করলেই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বিশ্বে শুভাগমন উপলক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাপী মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল এবং এ উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করার নজীরই রয়েছে।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাত্র কদরের রাত্র হতে উত্তম ঃ

১। শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় 'মা সাবাতা বিস সুন্নাহ্' (উর্দু) কিতাবের ৮৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

سرور عالم کی شب ولادۃ یقینا شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔

অর্থা- নিঃসন্দেহে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাত্র কদরের রাত্র হতে অনেক উত্তম।

২। ইমাম কুস্তোলানী (রহঃ) স্ব রচিত গ্রন্থ "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতে" বলেন-

اجيب بان ليلة مولده عليه السلام افضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة۔

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

احدها ان ليلة المولد ليلة ظهوره ﷺ وليلة القدر معطاة له وما شرف بظهور ذات المشرف من اجله اشرف مما شرف بسبب ما اعطيه ولا نزاع فى ذلك فكانت ليلة المولد افضل من ليلة القدر

اثانى ان ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهوره ﷺ ومن شرفت به ليلة المولد افضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الاصح المرتضى فتكون ليلة المولد افضل -

الثالث ان ليلة القدر وقع فيها التفضل على امة محمد ﷺ وليلة المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات فهو الذى بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد اعم نفعا فكانت افضل -

অর্থাৎ- আমি (কদরের রাত্র উত্তম নাকি মূলাদুন্নবী রাত্র? এ প্রশ্নের) জবাবে বলব, নিশ্চয়ই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাত্র কদরের রাত্র থেকে তিনটি কারণে উত্তম।

প্রথম কারণ ঃ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাত্রে আল্লাহর হাবিব এ পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন এবং কদরের রাত্র তাঁকে দান করা হয়েছে। আর সে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই, যে রাত্র তাঁকে দান করার কারণে সম্মানিত হয়েছে, সে রাত্র হতে ঐ রাত্র উত্তম যে রাত্রে স্বয়ং তিনি আগমন করার কারণে সম্মানিত হয়েছে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে শবে মিলাদ শবে কদর হতে উত্তম।

দ্বিতীয় কারণ ঃ নিশ্চয়ই কদরের রাত্র সম্মানিত হয়েছে, ফেরেশতাগণ এই রাত্রে জমিনে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এবং মিলাদুন্নবীর রাত্র সম্মানিত হয়েছে, এ রাত্রে স্বয়ং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীতে আগমন করার কারণে। যে রাত্র আল্লাহর হাবিবের আগমনের কারণে সম্মানিত হয়েছে, তা উত্তম ঐ রাত্র হতে, যে রাত্র সম্মানিত হয়েছে ফেরেশতাগণ জমিনে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত যে, মীলাদুন্নবীর রাত্র উত্তম।

তৃতীয় কারণ ঃ নিশ্চয়ই শবে কদরের ফজিলত শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য খাস। পক্ষান্তরে শবে মীলাদের ফজিলত সমস্ত মাখলুকাতের জন্য আম বা ব্যাপক। কেননা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে আল্লাহ তা'য়ালা রাহমাতুল্লিল আলামিন করে প্রেরণ করেছেন। তাই তাঁর নেয়ামত সমস্ত মাখলুকাতের জন্য।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং ব্যাপক উপকারের দিক দিয়ে মীলাদুন্নবীর রাত্রই উত্তম। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নং- ২৫৫)

উপরোক্ত এ কারণ সমূহ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) "মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ" গ্রন্থেও উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন কদরের রাত্র হতে মীলাদুন্নবীর রাত্র উত্তম।

তথাকথিত সউদী ফতোয়া প্রসঙ্গ ঃ

মুফতী ইবনে আব্দুল জলীল (আব্দুল জলীলের পুত্র) তার উক্ত পোষ্টারে "ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন শিরকতুল্য" - সৌদি গ্রান্ড মুফতীর উক্ত ফাতোয়া বর্ননা করেছেন। **এর জবাবে আমরা প্রথমে বলব ঃ-** সৌদি গ্রান্ড মুফতীর ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সৌদি সরকার ও সৌদিগ্রান্ড মুফতী "ওহাবী" মতবাদে বিশ্বাসী। আর "ওহাবী" মতবাদ হলো "ফেরকায়ে বাতেলা" বা পথভ্রষ্ট দল। যেমন-

১। হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "শামী"র ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪১৩ নং পৃষ্ঠায় "বাবুল বোগাতে" ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

كما وقع فى زمننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين - وكانوا ينتحلون الى الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم -

অর্থাৎ- "যেমন বর্তমান যুগে আবদুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরা নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে মক্কা ও মদিনা শরীফের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এরা নিজেদেকে হাম্বলী বলে দাবী করতো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতো যে, তারাই একমাত্র মুসলমান এবং তাদের আক্বীদার বিরুদ্ধাচরণকারীগণ মুশরিক। এ জন্য তারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুসলমান এবং ওলামাদিগকে হত্যা করা হালাল মনে করতো।"

২। "আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ" নামক কিতাবের ১১ নং পৃষ্ঠায় ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আমাদের নিকট ওহাবী ফেরকার হুকুম উহাই- যাহা আল্লামা শামী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তারা একটি অত্যাচারী খারেজী দল। এরা অন্যায়ভাবে মক্কা শরীফের ইমামদের উপর হামলা করেছিল। তারা ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা বাহির করেছিল- যার দরুন তারা ইমামকে কতল করা ওয়াজিব মনে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতো। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে তারা আমাদের (আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) লোকদের জান মাল হালাল মনে করতো এবং আমাদের স্ত্রী লোকদিগকে বাদী বানাইতো।”

৩। দেওবন্দ মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস মৌঃ হুসাইন আহমদ মাদানী ছাহেব তার “আস সিহাবুস সাকিব” নামক কিতাবের ৫৪ নং পৃষ্ঠায় ওহাবীদের সম্পর্কে লিখেছেন- “মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতবাদ আরবের নজদ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুরু হয়। তারা এমন বাতিল আক্বীদা পোষণ করতো যার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের হত্যা করা এবং তাদের ধন সম্পদকে গণীমত ও হালাল মনে করতো। এমনকি তাদেরকে হত্যা করা ছাওয়াব ও রহমতের কাজ মনে করতো।”

৪। বাংলাদেশের সমস্ত মাদ্রাসায় উসূলে ফিকাহর পাঠ্য কিতাব হিসেবে “নূরুল আনোয়ার” নামক একটি কিতাব পড়ানো হয়। উক্ত কিতাবের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় ১৩ নং হাশিয়ায় ওহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

نحو هم كالو هابى المنكر الشفاعة-

অর্থাৎ- তাদের মত (রাফেজী, খারেজী ও মো’তাজেলা ইত্যাদি বতিল ফেরকা) ওহাবী সম্প্রদায়ও একটি পথভ্রষ্ট দল- যারা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াতকে অস্বীকার করে।

৫। তাফসীরে সাবীর তৃতীয় খণ্ডের ২৮৮ নং পৃষ্ঠায়ও ওহাবী সম্প্রদায়কে খারেজীদের অন্তর্ভূক্ত একটি পথভ্রষ্ট দল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং এখন বলুন। পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ্‌ ফেরকার কোন মুফতীর ফতোয়া কি গ্রহণযোগ্য? আপনারা কি কাদিয়ানী পথভ্রষ্ট ফেরকার কোন মুফতীর ফতোয়া গ্রহণ করবেন? না কখনো নয়।

সৌদি আরবে এ **“ওহাবী-মতবাদ”** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেখানে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে মাহফিল বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হতো। যার প্রমান ফয়ুযুল হারামাইন, তাওয়ারেখে হাবীবে ইলাহ ও প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজীর “মীলাদুন্নবী” ইত্যাদি কিতাব, যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। মৌঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেবর “হেকায়েতে আউলিয়া”র ৩২১ নং পৃষ্ঠায়ও প্রমাণ পাওয়া যায় মক্কা শরীফে মীলাদ ছিল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন শিরক ফতোয়া দিয়ে সৌদি গ্রান্ড মুফতী তার মূর্খতা ও ওহাবিয়াত প্রকাশ করেছে। সে শিরক কাকে বলে- তাই জানে না। শিরক হলো-"আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের মধ্যে অন্য কাউকে অংশিদার করা"। যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা মা'বুদ, এখন অন্য কাউকে যদি আমরা ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য (মা'বুদ) মনে করি, তাহলে উহা হবে শিরক। আল্লাহ আমাদের খালেক বা আল্লাহ আমাদের রাজ্জাক। এখন অন্য কাউকে যদি আমরা খালেক বা রাজ্জাক মনে করি, তা হলে হবে শিরক। সুতরাং মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিরক বলতে গেলে মীলাদুল্লাহ বা আল্লাহর জন্ম দিবস স্বীকার করতে হবে। আর যদি কেউ মীলাদুল্লাহ বা আল্লাহর জন্ম দিবস আছে বলে স্বীকার করে, সে নির্ঘাৎ কাফের। কারণ আল্লাহ সূরা এখলাছে এরশাদ করেন, "লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ" অর্থাৎ- তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। সুতরাং আল্লাহর জন্মই যখন নেই, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ বা জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করলে শিরক হয় কিভাবে? তা কখনো হতে পারেনা। সুতরাং কেউ যদি ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিরক বলতে চায়, তাহলে বুঝা যাবে সে আল্লাহর জন্ম দিবস স্বীকার করে। আর আল্লাহর জন্ম দিবস স্বীকার করার কারণে সে কি কাফের হবে না? অবশ্যই......।

বিদআত প্রসঙ্গ ঃ

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরোধীতাকারী ইবনে আব্দুল জলীল গং সহ ওহাবী আলেমদের অভিমত হচ্ছে-"ইসলামে ধর্মের নামে নতুন যা কিছু সংযোজন করা হবে, "তাই বিদআত"। আর তারা বিদাআত বলে ফতোয়া দিয়ে, উহা হারাম, না জায়েয ও গুনাহর কাজ বুঝাতে চান। আর্থাৎ- তাদের নিকট সকল 'বিদআত' বা নব আবিস্কৃত কাজই নিকৃষ্ট, হারাম ও না জায়েয। কোন বিদআতই বৈধ নয়।

এর জবাবে আমরা বলব-

আপনারা বিদআতের মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল। শুধু মাত্র মেশকাত শরীফের ২৭ নং পৃষ্ঠার ৭নং হাশিয়া (পার্শ্বটিকা) টি যদি আপনারা ভাল করে অধ্যায়ন করতেন, তাহলে জানতে পারতেন কোন কোন বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ শুধু বৈধই নয় বরং তা পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। নিম্নে আমি সম্মানিত পাঠক সমাজের জন্য বিদআতের সংজ্ঞা, উহার প্রকারভেদ এবং হুকুম-আহকম উপস্থাপন করলাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিদআত কি?

বিদআত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নতুন জিনিষ। যেমন কোরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেন, قل ما كنت بدعا من الرسل অর্থাৎ- "হে রাসূল আপনি বলে দিন, আমি নতুন রাসূল নই।" বিদআতের শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ)المفردات فى غريب القران এর ৩৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন- انشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء অর্থাৎ- পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছু অনুকরণ ও অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুন ভাবে সৃষ্টি করা।

মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাত শরীফের প্রথম খন্ডের ২১৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

قال النووى البد عة كل شى عمل على غير مثال سبق

অর্থাৎ- বিদআত সেই কাজকে বলা হয়, যা বিগত কোন কিছুর অনুকরণ ছাড়া করা হয়।

আর শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত সে সব আক্বীদা ও আমলকে বলা হয়, যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জাহেরী জিন্দেগীকালে ছিল না, পরে প্রচলন হয়েছে। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর মেরকাত গ্রন্থে বলেন-

وفى الشرع احداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ- শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত হলো, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল না এমন ধরনের কাজ ও পথের সূচনা করা।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) বিদআতের সংজ্ঞায় বলেন-

معلوم هونا چاهے كه جوكچھ حضورنبى كريم صلى الله عليه وسلم كى بعد نكلا اورظا هرهوا بدعت كهلا تا هے

অর্থাৎ- "যে কাজ হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আবিস্কৃত হয়েছে তা বিদআত (আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪২২)

উপরোক্ত ইবারতদ্বয়ে দ্বীনের কাজের শর্তও নেই। আর সাহাবায়ে কেরামদের যুগের কথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং যে কোন কাজ দুনিয়াবী হোক বা ধর্মীয়, যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পরে যে কোন সময়ে তথা সাহাবায়ে কিরামের যুগে বা এর পরে চালু হয়েছে, তা বিদআত হিসেবে গন্য। তবে প্রচলিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাষায় সাহাবায়ে কিরামের আবিস্কারকে সুন্নাতে সাহাবা বলা হয়, বিদআত বলা হয় না। এটা প্রচলন মাত্র। না হয়, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তারাবির নামাযে নিয়মিত জামাআতের প্রবর্তন করে বলতেন না৹ نعمت البدعة هذه অর্থাৎ- এতো খুব উত্তম বিদআত। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১১৫)

সমস্ত বিদআতই নিকৃষ্ট?

না। সমস্ত বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ নিকৃষ্ট নয়। যদি ওহাবী আলেমদের ধারনা মতে সকল বিদআতই নিকৃষ্ট বা বর্জনীয় হয়, তাহলে রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদীসের জবাব কি হবে?

عن جريررضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها من بعده من غيران ينقص من اجورهم شئ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده من غيران ينقص من اوزارهم شئ –

অর্থাৎ- রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম বা উৎকৃষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তাঁর আমল নামায় উহার ছাওয়াব এবং যত লোক ঐ আমল করবে প্রত্যেকের ছাওয়াবের সম-পরিমান ছাওয়াব লিখা হবে। অথচ অনুসরণকারীদের ছাওয়াবও কোন অংশে কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন নিকৃষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, উহার গুনাহ এবং যত লোক ঐ আমল করবে প্রত্যেকের গুনাহের সম পরিমান গুনাহ ঐ ব্যক্তির আমল নামায় লেখা হবে। অথচ অনুসরণকারীদের গুনাহ কোন অংশে কম হবে না। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৩৩)

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বুঝা গেলো বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ সমূহ দু ধরনের হতে পারে। এক প্রকার উত্তম ও ছাওয়াবের কাজ আর এক প্রকার হলো নিকৃষ্ট ও গোনাহ্‌র কাজ।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)অন্য একটি হাদীসে এরশাদ করেন-

من ابتدع بدعة ضلالة لايرضاها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل اثام من عمل بها لاينقص ذلك من اوزارهم شيا -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন বিদআতে দালালা বা গোমরাহ বিদআত আবিস্কার করবে। যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন। তার জন্য সে সকল লোকের গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যারা এর উপর আমল করবে। অথচ তাদের গুনাহ কোন অংশে কম করা হবেনা। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৩০)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

قيد البدعة بالضلا لة لا خراج البدعة الحسنة۔

অর্থাৎ- বিদআতকে "দালালা" বা গোমরাহ শব্দ দ্বারা কয়েদ বা সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো- বিদআতে হাসানাকে উক্ত হুকুম থেকে বের করে দেওয়া। অর্থাৎ- বিদআতে হাসানা এমন বিদআত যা মন্দ নয়। উহার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূর সন্তুষ্ট আছেন। (মিরকাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৪৬)

সুতরাং এ হাদীসের দ্বারাও বুঝা যায়, বিদআত দু'প্রকার। (১) বিদআতে দালালা বা মন্দ বিদআত (২) বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত।

বিদআতের প্রকারভেদ ও তার হুকুমঃ

উপরে বর্ণিত মেশকাত শরীফের ৩৩ নং পৃষ্ঠার আলোচ্য হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম (রাঃ) বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজকে প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত (২) বিদআতে সাইয়্যেআহ বা নিকৃষ্ট বিদআত। যেমনঃ

১। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী" কিতাবে বর্ণনা করেন-

ثم البدعة على نوعين ان كانت مما يند رج تحت مستحسن فى الشرع فهى
بدعة حسنة وان كانت مما يندرج تحت مستقبح فى الشرع فهى بدعة مستقبحة

অর্থাৎ- অতঃপর বিদআত দু'প্রকার (১) বিদআত যদি কোন শরীয়ত সম্মত ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত। আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘণ্য কাজ হয়, তবে তা বিদআতে মুস্তাকবিহা বা জঘন্য বিদআত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তার রচিত মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আশিয়াতুল লুমআত" (উর্দু) এর প্রথম খন্ডের ৪২২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

معلوم ہونا چاہے کہ جوکچھ حضورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نکلا اورظا ہرہوا بدعت کہلا تا ہے- پھراس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو – اورکتاب وسنت پر قیاس کیا گیاہو بدعت حسن کہلاتا ہے- اورجوان اصول وقواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلا لت کہتے ہیں

অর্থাৎ- যে কাজ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আবিস্কৃত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে তাকে বিদআত বলা হয়। আর এ বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজের মধ্যে যে বিদআত ধর্মের মূলনীতি, নিয়ম-কানুন ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কিতাব ও সুন্নাতের উপর কিয়াস করা হয়েছে তাকে বিদআতে হাছানা বা উত্তম বিদআত বলে।

আর যে বিদআত এর বিপরীত সেটাকে বিদআত দালালাহ্ বা নিকৃষ্ট বিদআত বলা হয়।

৩। বিদআত প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন-

قال الشافعى رحمة الله عليه ما احدث مما يخالف الكتاب اوالسنة اوالاثراو الاجماع فهو ضلالة وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيأ من ذلك فليس بمذموم-

অর্থাৎ- হযরত শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যে আবিস্কৃত নতুন কাজ কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী উহা গোমরাহ বিদআত। আর যে আবিস্কৃত নতুন ভাল কাজ কোরআন- সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী নয় উহা নিন্দনীয় নয়, বরং উহা ভাল বিদআত। (মিরকাত ১ম খন্ড ২১৬ নং পৃষ্ঠা)

পুনরায় শরীয়তের হুকুমের দিক দিয়ে বিদআতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাঁর "মিরকাত" গ্রন্থের ১ম খন্ডে ২১৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

البدعة اما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله وكتدوين اصول الفقه والكلام فى الجرح والتعديل – واما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية- واما مندوبة كاحداث الربط والمدارس وكل احسان لم يعهد فى الصدر الاول

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وكالتراويح اى بالجمعة العامة – واما مكروهة كزخرفة المساجد وتزوين المصاحف يعنى عند الشافعية واما عند الحنفية فمباح– واما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر والتوسع فى لذائذ الماكل والمشارب والمساكن

অর্থাৎ- (১) বিদআত হয়তো ওয়াজিব হবে। যেমন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বানী বুঝার জন্য ইলমে নাহু শিক্ষা করা। এবং ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি সমূহকে সংকলন করা ইত্যাদি (২) অথবা হারাম হবে। যেমন- জবরীয়া, কদরীয়া ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ। (৩) অথবা মুস্তাহাব হবে। যেমন- মুসাফির খানা ও মাদ্রাসা সমুহ তৈরি করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ যা প্রথম যুগে ছিল না যেমন- জামাআত সহকারে তারাবিহ নামায আদায় করা (৪) অথবা মাকরূহ হবে। যেমন- ওলামায়ে শাফিয়ীদের মতে, মসজিদ সমূহকে গৌরব বোধক কারুকার্য করা ও পবিত্র কোরআন শরীফের পান্ডলিপিতে কারুকার্য করা কিন্তু ওলামায়ে আহনাফদের নিকট এগুলো বৈধ। (৫) অথবা মুবাহ বা বৈধ হবে। যেমন- ফজর ও আসরের নামাযের পর মুসাফাহা করা এবং ভালো ভালো খানা-পিনা ও আবাসস্থলের ব্যাপারে উদারতা দেখানো।

* আমাদের হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে শামীর" দ্বিতীয় খন্ডের কিতাবুস সালাতের বাবুল ইমামত অধ্যায়ে ২৯৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

مطلب البدعة خمسة اقسام قوله (اى صاحب بدعة) اى محرمة والا فقد تكون واجبة كنصب الادلة للردعلى اهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة وكل احسان لم يكن فى الصدر الاول ومكروهة كزخرفة المساجد ومباحة كالتوسع بلذيذ المأكل والمشارب والثياب كما فى شرح الجامع الصغير

অর্থাৎ- বিদআত পাঁচ প্রকার। (১) হারাম বিদআতীর পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। (২) অন্যথায় কোন কোন সময় বিদআত ওয়াজিবে পরিণত হয়। যেমন পথভ্রষ্ট ফেরকার মতবাদ রদ করার জন্য দলীলাদি স্থাপন করা । কুরআন ও সুন্নাহ বুঝবার জন্য ইলমে নাহু শিক্ষা করা (৩) আবার কোন কোন সময় বিদআত মুস্তাহাব হয়। যেমন- মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করা এবং ঐ সব কল্যাণকর কাজ করা যা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। (৪) আবার কোন কোন সময় বিদআত মাকরূহ হয়। যেমন- মসজিদ সৌন্দর্য্য মন্ডিত করা ও কারুকার্য করা। (৫) আবার কোন কোন সময় বিদয়াত মুবাহ বা বৈধ হয়। যেমন- ভাল খানা পিনা ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা। "জামে ছগীর" গ্রন্থের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ উল্লেখিত আছে।

উপরোক্ত কিতাব সমুহের বর্ণনার আলোকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। (১) বিদআতে হাসানা অর্থাৎ ঐ বিদআত যা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী নয় এবং কোন সুন্নাত বিলুপ্তকারী হিসাবে সাব্যস্ত হয়না। (২) বিদআতে সাইয়্যেআহ যে বিদআত উহার বিপরীত। পুনরায় বিদআতে হাসানা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। যেমন-

(১) মুবাহ বা বৈধ বিদআতঃ- ঐ সব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং কোন সৎ উদ্দেশ্য বিহীন করা হবে। যেমন ভাল ভাল খানাপিনা ও পোষাক পরিচ্ছদ এর ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা এবং সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর তৈরী করা ইত্যাদি।

(২)মুস্তাহাব বিদআত ঃ- ঐ সব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং সাধারণ মুসলমানগণ ঐ গুলোকে পুণ্য বা ছওয়াবের কাজ মনে করে পালন করেন। যেমন মাদরাসা ও মুসাফির খানা তৈরী করা। মীলাদ শরীফ ও বুজর্গানে কেরামের ফাতেহা পাঠ করা, যাকে সাধারন মুসলমানগণ পুণ্য কাজ মনে করেন। এ সব কাজ যারা করবেন তারা ছওয়াব পাবেন। আর যারা করবেন না তারা পাপী হবেন না। এর দলিল নিম্নরূপ ঃ

❀ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তার মিরকাত গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ২৫৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।

قال ابن مسعود ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

অর্থাৎ- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- যে কাজকে মুসলমানগণ ভাল মনে করেন, তা আল্লাহ তায়ালার নিকটে ভাল হিসেবে গন্য।

উক্ত কিতাবের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৮২ নং পৃষ্ঠায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) আরো বর্ণনা করেন-

ان المباح اذا قصد به وجه الله صار طاعة

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই কোন বৈধ বা মুবাহ কাজের মাধ্যমে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ইচ্ছা করা হয়, তখন উহা ইবাদতে পরিণত হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✠ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) তাঁর রচিত মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আশয়িয়াতুল লোমআত" (উর্দু) এর ২য় খন্ডের ৯০০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

مباح امور اگرچہ بظاھر قبیلۃ شھوات نفسانی میں سے ھوں جب وہ نیت عبادت پر مشتمل ھوں تو مستحاب کے زمرہ میں داخل ھو جاتے ھیں – اور عادات عبادت کی حیثیت اختیار کرلیتی ھیں

অর্থাৎ- মুবাহ বা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এমন কাজ যদিও প্রকাশ্য ভাবে নিজের কামনা বাসনা পূরনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যখন উহা ইবাদতের নিয়তে পালন করা হয়, তখন উহা মুস্তাহাব হিসাবে গন্য হবে। এবং আদত বা অভ্যাস ইবাদতের মর্যাদা লাভ করবে।

✠ ফতোয়ায়ে শামীর কুরবানী শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে -

فان النيات تجعل العادات عبادات

অর্থাৎ- সৎ উদ্দেশ্য অভ্যাসকে ইবাদতে পরিণত করে।

(৩) ওয়াজিব বা আবশ্যিক বিদআতঃ- এমন ধরনের নতুন কাজ, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয় এবং ঐ কাজকে বাদ দিলে ধর্মের ক্ষতি হয়। যেমন পথভ্রষ্ট ফেরকার মতবাদ রদ করার জন্য দলীলাদি উপস্থাপন করা। কুরআন সুন্নাহ বুঝার জন্য ইলমে নাহু শিক্ষা করা ইত্যাদি।

পুনরায় বিদআতে সাইয়্যেআহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যেমন-

(১) মাকরূহ বিদআত ঃ- এমন ধরনের নতুন কাজ, যার দরুন কোন সুন্নাত রহিত হয়ে যায়। যদি সুন্নাতে গায়েরে মুয়াক্কাদা রহিত হয়, তা হলে তা বিদআতে মাকরূহ তানজিহ এবং যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রহিত হয়ে যায়, তাহলে তা বিদআতে মাকরূহ তাহরিমি হবে।

(২) হারাম বিদআতঃ- এমন নতুন কাজ, যার ফলে কোন ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ- ওয়াজিব বিলুপ্ত কারী হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং ইসলামের স্বীকৃত সঠিক আক্বিদার বিরোধী কোন আক্বীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি করা।

যেমন- জাবরিয়া, কাদরিয়া, মুতাজিলা ও রাফেজী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার আক্বিদাসমূহ।

উপরে বর্ণিত বিদআতের প্রকার সমুহ প্রমাণ্য ও অকাট্য কিতাব সমুহের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পবিত্র ঈদ এ মীলদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিরোধী ইবনে আঃ জলীল গং সহ অনেকে বিদআতের প্রকারভেদ স্বীকার করেন না।

যেমন- জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ-এর সাবেক নায়েবে আমির মৌঃ আব্দুর রহিম সাহেব তার রচিত "সুন্নাত ও বিদআত" কিতাবের ৫৮ নং পৃষ্ঠায় বিদআতের প্রকারভেদকে অস্বীকার করে বলেন, **"এ বিষয়ে আমার শেষ কথা হল বিদআতের দুভাগে ভাগ করাও একটা বিদআত এবং বিদআতের এ বিভাগের দুয়ার পথ দিয়ে অসংখ্য মারাত্মক বিদআত ইসলামের গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে দ্বীনী মর্যাদা লাভ করেছে। বড় সাওয়াবের কাজ বলে সমাজের বুকে শিকড় মজবুত করে গেড়ে বসেছে। এ বিষ বৃক্ষ যত তাড়াতাড়ি উৎপাটিত করা যায় ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে ততোই মঙ্গল।"**

অথচ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী, ইমাম শফেয়ী, আল্লামা শামী এবং হযরত আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাঃ) সহ ওলামায়ে মুতাকদ্দিমিন, মুতাআখখিরীন ও সালফে সালেহীনদের মতে, বিদআতের প্রকার আছে।

সুতরাং এখন সম্মানিত পাঠক মহলের নিকট আমার আবেদন, আমরা কাদের কথা গ্রহণ করবো? পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন (রহঃ) দের বক্তব্য নাকি নতুন নতুন গোমরাহ ফতোয়া দানকারী এ সমস্ত বিদআতী আলেমদের বক্তব্য? অবশ্যই আমাদেরকে সালফে সালেহীন (রহঃ) দের বক্তব্যই গ্রহণ করতে হবে।

বিরোধীতা কারীদের মতে, যে কাজ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেন নাই। উহা নতুন করে চালূ করা বা প্রচলন করা যদি হারাম ও না জায়েয হয়, তাহলে তাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা হলো- তারা যে সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ছেন, পড়াচ্ছেন এবং মাদ্রাসার জন্য কুরবানীর ঈদে চামড়া সংগ্রহ করছেন, চামড়ার জন্য পোষ্টারিং ও মাইকিং করছেন। মাদ্রাসায় দস্তারবন্দী মাহ্ফিল করছেন। উহা কি হারাম ও না জায়েয নয়? কারণ তারা কি প্রমাণ করতে পারবেন, বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসার জন্য চামড়া সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং দস্তারবন্দী মাহ্ফিল করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় ছিল? না, কখনো ছিল না। সুতরাং এগুলোও বিদআত, হারাম ও না জায়েয হবে। তারা এর জবাব দিক।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় করা হয়নি বা প্রচলন ছিল না, এমন কাজ যে পরবর্তীতে করা যাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে করাই উত্তম তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার হাদীস। যা নিম্নরূপ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عن زيد بن ثابت قال ارسل الى ابوبكر مقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابوبكر ان عمر اتانى فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القران وانى اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القران وانى ارى ان تامر بجمع القران قلت لعمر كيف تفعل شينا لم يفعله رسول الله ﷺ قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذالك ورايت فى ذالك الذى راى عمر قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ فتتبع القران فاجمعه فوالله لو كلفونى نقل الجبل من الجبال ما كان اثقل على مما امرنى به من جمع القران قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ قال هو والله خير فلم يزل ابو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر ابى بكر وعمر فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال الخ-

অর্থাৎ- হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, ইয়ামামার যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট খবর পাঠালেন, যাওয়ার জন্য। আমি যেয়ে দেখি হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর নিকট আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই হযরত ওমর (রাঃ) আমার নিকট এসে বলছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কারীউল কুরআন তথা কুরআনের পাঠক হাফেজ শাহাদত বরণ করেছেন। নিশ্চয়ই আমার ভয় হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে যদি এরূপভাবে কুরআনের পাঠক হাফেজগণ শহীদ হয়ে যান, তাহেল কুরআনের অনেকঅংশই বিনষ্ঠ হয়ে যাবে। সুতরাং আমার অভিমত হলো, আপনি কুরআনের সকল অংশ একত্র করে গ্রন্থাগারে জমা করার আদেশ করুন। আমি ওমর (রাঃ) কে বললাম, তুমি এমন কাজ (কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করণ) কিভাবে করবে? যা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেন নি। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম এটি একটি উত্তম কাজ। হযরত ওমর (রাঃ) সর্বদা বার বার আমাকে এ বিষয়ে বলতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আমার বক্ষ উন্মোক্ত করে দিলেন এবং আমি এ বিষয়ে ওমর (রাঃ) যা বুঝতে পেরেছিল, তা বুঝতে পারলাম। হাদীস বর্ণনাকারী

Bangladesh Anjumane Ashekadne Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) (আমাকে লক্ষ্য করে) বলেন, তুমি একজন জ্ঞানী বুদ্ধিমান যুবক। তুমি এ বিষয়ে অবহেলা ও খিয়ানত করবে তা আমরা ধারণাও করিনা। তুমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে, তা একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কর। যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমাকে পাহাড়সমূহ হতে কোন একটি পাহাড় স্থানান্তর করার দায়িত্ব দেওয়া হলে, উহা কুরআন সংকলনের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সহজ ও হালকা মনে হত। তিনি বলেন- আমি (আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে) বললাম, আপনারা এমন কাজ কিভাবে করবেন? যা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করে যাননি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম এটি একটি উত্তম কাজ। হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বদা বার বার আমাকে এ বিষয়ে বলতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহপাক আমার বক্ষ্য উন্মোক্ত করে দিলেন। যেরূপভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর বক্ষ্য উন্মোক্ত করেছিলেন। অতঃপর আমি কুরআন অনুসন্ধান করি। খেজুর গাছের শাখা, সাদা পাথর ও মানুষের সীনা হতে তা সংগ্রহ করে, একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করি। (বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৭৪৫ নং পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ, ১৯৩ নং পৃষ্ঠা)

সুতরাং বুঝাগেল, বর্তমানে গ্রন্থাকারে যে কুরআন আমাদের মাঝে বিদ্যমান তা রাসূলের জামানায় ছিল না। তাই মীলাদুন্নবী বিরোধী ওহাবীদের বিদআত থেকে মুক্ত থাকতে হলে, এ গ্রন্থাকারে লিখিত কুরআন পড়তে পারবে না। দেখব তারা কুরআন তেলাওয়াত কিভাবে করে?

কুল্লু বিদআতিন দালালহ- এর সঠিক ব্যাখ্যা

বিদআতের প্রকারভেদ অস্বীকারকারী সমস্ত আলেম মুসলিম জনসাধারনের নিকট যে হাদীসের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন, বিদআত বা নব আবিস্কৃত কোন কাজই বৈধ নয়। সকল বিদআতই নিকৃষ্ট বা খারাপ কাজ। ঐ হাদীসটি হলো নিম্নরূপ-

قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة

অর্থাৎ- "সমস্ত বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা কি?

আসলে বিরোধীতাকারীরা আলোচ্য হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়। এ কারণেই তারা ঐ সমস্ত কথাবার্তা বলে থাকে।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর রচিত 'মিরকাত' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২১৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كل بدعة ضلالة اى كل بدعة سيئة ضلالة– لقوله عليه الصلاة والسلام من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বানী **"সমস্ত বিদআতই গোমরাহ" এর অর্থ হলো- সমস্ত বিদআতে সাইয়্যেআহ বা নিকৃষ্ট বিদআতই হলো গোমরাহ।** (বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত গোমরাহ নয়।) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র এ বাণীর কারণে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- ইসলাম ধর্মে যে ব্যক্তি কোন ভাল ও সৎ প্রথা আবিস্কার করে, তার আমল নামায় উহার ছাওয়াব এবং যত লোক ঐ আমল করবে প্রত্যেকের ছাওয়াবের সম-পরিমান ছাওয়াব লিখা হবে।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতীয় উপমাহদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) বলেন,

كل بدعة ضلالة كا كلية اس دوسرى قسم كے ساتھ خاص هے

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বানী **"সমস্ত বিদআতই গোমরাহ বা নিকৃষ্ট।" এ কথাটি বিদআতের দ্বিতীয় প্রকার (বিদআতে সাইয়্যেআহ) এর সাথে নির্দিষ্ট।** (অর্থাৎ- বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত আলোচ্য হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে না।)

উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আলোচ্য হাদীসের দ্বারা বিদআতে সাইয়্যেআহ বা নিকৃষ্ট বিদআতের কথাই বলা হয়েছে। বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআতের কথা নয়।

আল্লাহ! পথভ্রষ্টদেরকে বিদআত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন।

জশ্নে জুলুস প্রসঙ্গঃ

জশ্নে জুলুসে লাখ লাখ নবী প্রেমিকদের অংশ গ্রহণ দেখে তথাকথিত মুফতী (আব্দুল জলীলের পুত্র) গংদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তারা জশ্নে জুলুসকে কখনো বিদআত, কখনো হারাম আবার কখনো গুনাহের কাজ বলে ফতোয়া দিচ্ছে।

এর জবাব হলো ঃ-

প্রিয় পাঠক সমাজের নিকট প্রথমে পবিত্র জশ্নে জুলুস কি? সে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই।

জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাব্দিক অর্থ হলো নিম্নরূপঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جشن (জশ্নে) একটি ফার্সী শব্দ, যার অর্থ খুশি বা আনন্দ। আর جلوس শব্দটি আরবী। তার অর্থ সম্পর্কে فیروز اللغات এর ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–

امیروں اوربادشاہوں کی سواری کسی خاص موقع پر بہت سے لوگوں کا اکٹھے ہوکر بازاروں وغیرہ میں سے گزرنا۔

অর্থাৎ- জুলুস হলো অনেক লোক কোন খাছ বা বিশেষ সময়ে একত্রিত হয়ে আমীর ও বাদশাহদের সাওয়ারী নিয়ে বাজার ও শহরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করা।

সুতরাং জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থ হলো রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমন বা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা।

প্রচলিত অর্থে জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলো- ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওঁয়াসাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে অসংখ্য রাসূল প্রেমিক মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে পবিত্র ও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে, আতর গোলাপ গায়ে মেখে, কালামে পাক ও নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে শ্লোগান দিয়ে, রাস্তায় বা শহরে মিছিল সহকারে আনন্দের সহিত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মকাল, জন্মদিন ও তৎসম্বলিত ঘটনাবলীর আলোচনার যে বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তার নাম জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

অতএব, এখন আমি "জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন করাকে হারাম, না জায়েয ও গোনাহর কাজ ইত্যাদি ফতোয়া দানকারী আলেমদের নিকট জানতে চাই, উপরে বর্ণিত আমলসমূহ বা কাজগুলো থেকে কোন্ কোন্ আমল গুনাহর কাজ ও না জায়েয? যার কারণে আপনারা পবিত্র জশ্নে জুলুসকে হারাম ফতোয়া দিচ্ছেন। বলতে পারবেন কি? না, কখনো আপনারা উপরে বর্ণিত কোন একটি কাজকেও হারাম বা না জায়েয প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ কালামে পাক তেলাওয়াত করা, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করা, রাসূলের প্রতি দুরূদ-সালাম প্রেরণ করা সবই ছাওয়াব বা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে শ্লোগান দেয়া, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচনা করা ও কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা ইত্যাদি সবই বৈধ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের সুন্নাত।

নিম্নে এ বিষয়ে আমি দলীল উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিঃ-

প্রথমতঃ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠকরা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যে ছাওয়াবের কাজ এটা সর্বজন স্বীকৃত। তাই এগুলোর ব্যাপারে দলীল উপস্থাপন করা নিস্প্রয়োজন।

এখন বাকি রহিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে শ্লোগান দেয়া এবং আনন্দ মিছিল বের করার দলীল দেওয়া।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করার দলীলসমূহ আমি অত্র কিতাবের "পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করার দলীল ও তার ফজিলত" অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি। তাই পুনরাবৃত্তি করলাম না।

ওখান থেকে জেনে নেয়ার চেষ্ট করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে শ্লোগান দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত একটি আমল। তাই দলীল দেওয়া নিস্প্রয়োজন মনে করি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে يا رسول الله (ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলে শ্লোগান দেওয়া এবং কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করার দলীল নিম্নরূপ-

মুসলিম শরীফের ২য় খন্ডের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় "باب فى حديث الهجرة" অধ্যায়ে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন ঐ সময় মদীনার মুসলমানগন কেউ কেউ বাড়ি- ঘরের ছাদের ওপর উঠে আবার কেউ কেউ রাস্তায় মিছিল করে ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্লোগানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। হাদীস শরীফের ইবারতটি নিম্নরূপ-

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল যে দিন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন, তখন মদীনা শরীফের অসংখ্য নারী-পুরুষ ঘরের ছাদের ওপর আরোহন করেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মদীনার অলি গলিতে (দলবদ্ধ মিছল সহকারে) ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্লোগান দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন।

যেমনটি বর্তমানে জশ্নে জুলূসে হয়। কেউ কেউ বাড়ীর ছাদে উঠে মিছিল দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন। আবার অনেকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিলে শরীক হয়ে "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)" শ্লোগান দিয়ে ও নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আরেকটি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের প্রাক্কালে মসজিদে কুবা থেকে (শুক্রবার দিন ১২ই রবিউল আউয়াল. ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টব্দে) মদীনা শরীফে পৌছেন। তখন মদীনার প্রত্যেক মুসলমানের আশা ছিল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন তাদের মেহমান হন। তারা এগিয়ে যখন উষ্ট্রীর নিশানা ধরিতে চান, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, উষ্ট্রিকে ছেড়ে দাও। এ উষ্ট্রী আল্লাহর নির্দেশিত। এটা যেখানে বসবে সে স্থানে আমার অবস্থান। সে সময় বনি নজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়েগন খুবই আনন্দের সহিত মধুর স্বরে গান করছিলেন ও হাত দ্বারা দফ বাজাইতে বাজাইতে এ শের বা কবিতা পাঠ করতে করতে ঘর থেকে বাহিরে আসছিলেন।

نحن جوار من بنى النجار * ياحبذا محمد من جار

অর্থাৎ- "আমরা নজ্জার বংশীয় ভদ্র মেয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতই না ভাল প্রতিবেশী"।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইয়াছরীবে তাশরীফ নেন, তখন আনছারদের ছেলে মেয়েগন এক সাথে মিলে নিম্নের নাতে রাসূল পাঠ করেন-

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما داع لله داع

অর্থাৎ- তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে বলেন, ছনিয়াতুল বিদা থেকে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আমাদের উপর খোদার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শোকর করা ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষন দোয়াকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অন্বেষণ করবে। (বায়হাকী)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো হারাম বা নাজায়েয কোন কাজ জশ্নে জুলুস মাহফিল বা অনুষ্ঠানে পালন করা হয় না। তাই জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারাম বা নাজায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বিরোধীতাকারীদের মতে জশ্নে জুলুস বিদআত, হারাম ও গুনাহ্ কি এ জন্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমাদের ন্যায় ১২ই রবিউল আউয়ালে প্রচলিত নিয়মে জশ্নে জুলুস করেন নি। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা বলব- আপনারা বিদআত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোন কাজ না করার কারণে উহা হারাম হয়- তাহলে আব্দুল জলীলের পুত্র ও আপনারা নামের প্রথমে যে "মুফতী" শব্দ ব্যবহার করেন উহা কি হারাম নয়?

কারণ আপনারা কি দেখাতে পারবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মধ্যে কেউ নামের প্রথমে "মুফতী" শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিজেদের ব্যাপারে সব কিছু বৈধ। আর হারাম ও নাজায়েয ফতোয়া হলো শুধু নবী ওলীদের শানে নতুন কোন ভাল কাজ চালু হলে। (নাউযুবিল্লাহ)।

জশ্নে জুলুস বা আনন্দ মিছিল যদি হারাম হয়, তাহলে আপনারা বিভিন্ন সময় কোন কোন কারণে যে সমস্ত মিছিল করেন উহা কি বৈধ? উহার দলীল কি কুরআন-হাদীসে দেখাতে পারবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আপনাদের মত কি কখনো মিছিল করেছিলেন?

মাশাল্লাহ! আপনাদের সকল বিদআত বা নতুন কাজ বৈধ আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমিক সুন্নীজনতা যা করবে উহা হারাম, না জায়েয ও শিরক ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ)।

আমরা সুন্নীজনতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহব্বতে জশ্নে জুলুস বের করি এ কারণে আব্দুল জলীলের পুত্র গংদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারা হারাম ও শিরকের ফতোয়া নিয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু আমাদের জশ্নে জুলুসের মতই জামাআতে ইসলাম, ছাত্র শিবির ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ১২ই রবিউল আউয়াল "শোভা যাত্রা" বা "র‍্যালী" নামে মিছিল বের করে। উক্ত শোভা যাত্রার ব্যাপারে তো তাদের কোন ফতোয়া নেই। তাহলে কি একই জিনিস "জশ্নে জুলুস" নাম দিলে হয় হারাম ও শিরক। আর "শোভা যাত্রা" বা "র‍্যালী" নাম দিলেই হয় বৈধ ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাওয়াবের কাজ? এ আবার কেমন বিচার? আব্দুল জলীলের পুত্র আরো দাবী করেছে যে, "জশনে জুলুসের মিছিল করায় জিহাদী মিছিল বিদায় নেয়।"

কত বড় মূর্খ হলে সে এ ধরণের কথা বলতে পারে। সে কি বাংলায় এ প্রবাদ বাক্যটিও জানে না? "লেখতে লেখতে লেখক ও বলতে বলতে বক্তা"।

সুতরাং এ প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে আমরা তাকে জানাতে চাই, যারা জশ্নে জুলুসের মিছিল করে, মিছিল করার অভ্যাস করবে, তারাই যেকোন সময় জিহাদী মিছিল করতেও সক্ষম হবে। সুতরাং জিহাদী মিছিল করতে হলে আপনারা আমাদের সাথে জশ্নে জুলুসে শরীক হয়ে মিছিল করার অভ্যাস করুন।

মীলাদ ও কিয়াম প্রসঙ্গ

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধী ওহাবীগণ অনুরূপ ভাবে মীলদ শরীফ পড়া ও কিয়াম করাকে হারাম, না জায়েজ, বিদআত ও গুনাহর কাজ ইত্যাদি বলে প্রচার করে এবং মীলাদ মাহফিলের তবাররুক গ্রহণ করাকে অন্তরের নুর চলে যাওয়ার কারণ মনে করে। (দেখুন, শাইখুল হাদীস আযীযুল হক সাহেবের মাসিক রহমানী পয়গাম, ৫ম বর্ষ, ১০সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯ইং, পৃষ্টা নং ৩৭)

✠ দেওবন্দী খারেজী হুজুরদের গুরু মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার রচিত "ফতোয়ায়ে রশীদিয়ার" ১১৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন- ওরশ ও মীলাদ মাহফিলে শরীয়তের পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও উহা নিষিদ্ধ।

✠ তিনি উক্ত কিতাবের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন- প্রচলিত ফাতেহা (সূরা ফাতেহা, চার কুল ও কয়েকবার দরুদ শরীফ পড়ে মৃত ব্যক্তির রুহের প্রতি ছওয়াব পৌছানো) পাঠ করা বিদআত এবং হিন্দুদের পূঁজার মতো।

✠ উক্ত কিতাবের ১৩০ নং পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে- কিয়াম (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া) না করে বসে বসে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোচনার মাধ্যমে মীলাদ শরীফ পাঠ করা বৈধ কিনা প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন- "মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা সর্বদা না জায়েজ।"

এর জবাব নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত আমি প্রিয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করতে চাই, মীলাদ শরীফ ও কিয়াম কি জিনিস?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদ ও কিয়াম আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে ঃ

আভিধানিক অর্থে মীলাদ শব্দের অর্থ হলো- জন্মকাল, জন্মস্থান ও জন্মদিবস ইত্যাদি। আর কিয়াম শব্দের অর্থ হলো- দণ্ডায়মান হওয়া।

প্রচলিত অর্থে মীলাদ ও কিয়াম হলো - রাসূলে কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে মাহফিল বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে কিছু বরকতময় আয়াত পাঠ করা, তাঁর শানে দরুদ শরীফ ও কাছীদা পাঠ করা, তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত ও বিভিন্ন মোজেযাবলী আলোচনা করা। তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা। অবশেষে দোয়া-মোনাজাত ও নেয়াজ-তাবাররুকের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত করা।

এখন মীলাদ কিয়াম বিরোধী আলেমদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো- উপরে বর্ণিত মীলাদ মাহফিলের কোন আমল বা কাজটি কোরআন হাদীস বিরোধী বা গুনাহের কাজ। তারা কি উহা বলতে পারবেন? যার কারণে তারা মীলাদ ও কিয়াম কে হারাম, না জায়েজ ও গুনাহের কাজ ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। না, কখনো না। তারা মীলাদ মাহফিলে অনুষ্ঠিত কোন একটি আমল বা কাজকেও না জায়েজ বা হারাম বলতে পারবে না। কারণ-

প্রথমত ঃ- কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, যার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, -افضل العبادة تلاوة القران অর্থাৎ- কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা উত্তম ইবাদত। পবিত্র কোরআনের একটি হরফ পাঠ করলে দশটি ছওয়াব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়া- যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন -

ان الله وملائكته يصلون على البنى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করছেন। হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ কর।

এক হাদিস শরীফে এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। (মেশকাত পৃষ্ঠা নং ৮৬)

তৃতীয়তঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে বিভিন্ন কাসিদা পাঠ করা। ইহা সাহাবায়ে কেরামদের সুন্নাত। হযরত হাসান বিন সাবেত (রাঃ) এর উপাধিই ছিল شاعررسول বা রাসূলের কবি। মসজিদে নব্বীতে মিম্বর শরীফের উপর দাড়িয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে মাহফিলে রাসূলের শানে বিভিন্ন কাসিদা পাঠ করতেন। যা হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়। উক্ত شاعررسول হযরত হাসান বিন সাবেত (রাঃ) এর কাসিদা হতে কিছু পংক্তি নিম্নে উপস্থাপন করছি।

واحسن منك لم تر قط عينى– واجمل منك لم تلد نساء

خلقت مبرء من كل عيب – كانك قد خلقت كما تشاء

অর্থাৎ- তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বলেন - ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার চোখ আপনার থেকে অধিক সুন্দর আর কাউকে কখনো দেখেনি এবং কোন মহিলা আপনার থেকে অধিক সুন্দর আর কাউকে প্রসব করেনি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে সর্ব প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন আপনি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনিই করে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চতুর্থত ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ও বিভিন্ন মোযেজাবলী আলোচনা করা। এগুলো সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সুন্নাতে সাহাবা। কেননা বিভিন্ন হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ও বিভিন্ন মোজেযাবলী আলোচনা করেছেন। নিম্নে সামান্য কিছু দলীল প্রমাণ পেশ করলাম।

(١) عن جابربن عبد الله الانصارى قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلق الله تعالى قبل الا شياء قال يا جابران الله تعالى خلق قبل الا شياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى- ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولاقلم ولاجنة ولانار ولاملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس- (المواهب الد نية)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্নিত তিনি বর্ননা করেন, আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমাকে কি আপনি অবহিত করবেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- হে জাবির! সমস্ত বস্তু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তোমার নবীর নুরকে তাঁর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লহ পাকের ইচ্ছায় ঐ নূর কুদরতে যেথায় সেথায় ভ্রমণ করতেছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেস্ত-দোজখ ফেরেশতা, আসমান জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন-ইনসান কিছুই ছিল না।

(জুরকানী আলাল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮৯)

(٢) باب ماجاء فى ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم- عن المطلب ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جده قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وسال عثمان بن عفان قباث بن اشيم اخا بنى يعمر بن ليث انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر منى وانا اقدم منه فى الميلاد –

২। হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সংকলিত 'সুনানে তিরমিযী শরীফে **'মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরোনামে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন এবং এতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।**

অর্থাৎ- হযরত মোত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ আপন দাদা কায়েছ বিন মোখরামা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি ও নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমুল ফীল' আর্থাৎ বাদশাহ আবরাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহর গযব নাজিল হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করি। হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বনি ইয়ামার ইবনে লাইস- এর ভাই কুবাছ ইবনে আশইয়ামকে বলেন, 'আপনি বড় না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বড়, আর আমি জন্ম সূত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আগে মাত্র। (তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২০৩)

৩। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اول ماخلق الله نورى

অর্থাৎ- আল্লহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (মাদারেজুন নবুওয়াত)

(٤) عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبيين وان ادم لمنجدل فى طينته وساخبركم باول امرى

Bangladesh Anjumane Ashekdane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورويا امى التى رات حين وضعتنى وقد خرج لها نوراضاء لها منه قصور الشام

৪। অর্থাৎ- হযরত ইরবাদ বিন ছারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন নাবীয়্যিন হিসেবে লিখিত ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির খামীরে পরিণত ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার প্রথম অবস্থায় খবর দিচ্ছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে প্রসব করলেন, তখন যে নূর বের হয়েছিল তাতে শাম দেশের দালান-কোঠা তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমি সেই স্বপ্ন বা দৃশ্য। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৫১৩)

(৫) عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يحدث ذات يوم فى بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم بقوم فيبشرون ويحمدون اذ جاء النبى صلى الله عليه وسلم وقال حلت لكم شفا عتى-

৫। অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি কিছু লোক নিয়ে স্বীয় গৃহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনা করছিলেন। এমন সময় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে তাশরীফ আনেন এবং তা দেখে এরশাদ করেন- "তোমাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমার শাফা'আত বৈধ হয়ে গেল"। (অর্থাৎ- সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেল।) (আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর।)

পঞ্চমত ঃ কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা- যা জগত বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের মতে মুস্তাহাব। যার বিস্তারিত দলিল প্রমাণ শেষের দিকে উপস্থাপন করব। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দাঁড়ানো অবস্থায় দরুদ ও সালাম পেশ করা হারাম ও নাজায়েজ হয়, তাহলে জানাযার নামাজ আদায় করার পন্থা কি? কেননা, উক্ত নামাযে দ্বিতীয় তকবিরের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দাঁড়ানো অবস্থায়ই দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- তোমরা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাকে স্মরণ কর। সূরা নিসা, আয়াত নং-১০৩।

আল্লাহ পাক " اولى الباب " বা জ্ঞানীদের পরিচয় দিয়ে অন্যত্র এরশাদ করেন-

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم-

অর্থাৎ- (জ্ঞানী হলো তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং- ১৯১।

এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের যিকির তথা তাঁর তাসবীহ, তাহলীল, হামদ ও ছানা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আদায় করা যায়।

আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যিকির তথা দরূদ, সালাম ও না'ত ইত্যাদি নিজের যিকিরের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন-

جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك ذكرنى-

অর্থাৎ- আমি আপনার যিকিরকে আমার যিকিরের অন্তর্ভূক্ত করেদিলাম। সুতরাং যে আপনার যিকির আদায় করল, সে যেন আমার যিকিরই পাঠ করল (শেফা শরীফ)

আল্লাহ আরো বলেন- اذا ذكرت ذكرت معى-

অর্থাৎ- যখন আমার যিকির করা হবে তখন আমার সাথে আপনার যিকিরও করতে হবে। (শেফা শরীফ)

সুতরাং প্রমাণিত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যিকির আল্লাহ্ পাকের যিকিরের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তায়ালার যিকিরের সাথে রাসূলের যিকিরও করতে হবে। আল্লাহ পাকের যিকির দাঁড়িয়ে ও বসে সর্বাবস্থায়ই করা যায়। তাই রাসূলের যিকির তথা দরূদ, সালাম ও না'ত ইত্যাদিও বসে ও দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় করা যাবে। কোন এক অবস্থায়ও নিষিদ্ধ হতে পারে না। এ করণেই আমরা মীলাদ শরীফে প্রথমে বসে দরূদ শরীফ পাঠ করি এবং তাওয়াল্লুদ শরীফ পড়ে দাঁড়িয়ে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করি। যা হক্কানী ওলামাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব।

ষষ্ঠত ঃ দোয়া-মোনাজাত ও নেওয়াজ-তাবাররুক বিতরণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া-মোনাজাত করা সর্বজন স্বীকৃত। দলীল দেওয়া নিস্প্রয়োজন। বাকি রহিল নেওয়াজ-তাবাররুক বিতরণের কথা। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশী এদের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য হাদীয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিসেবে বিতরণ করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الا سلام خير قال تطعم الطعام و تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف – (متفق عليه)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "ইসলামের মধ্যে কোন আমলটি উত্তম"? তদুত্তরে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন- **"অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো" এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত প্রত্যেককে সালাম দেওয়া।** (মেশকাত শরীফ - পৃঃ নং- ৩৯৭)

হাদীয়া দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- **"তোমার একে অন্যকে হাদীয়া প্রদান কর। এতে তোমাদের মধ্যে মহব্বত ভালবাসার সৃষ্টি হবে"।** -

এমন কি খাদ্য সামগ্রী সামনে নিয়ে দোয়া পড়ে সকলের নিকট বিতরণ করা হাদীস দ্বারা প্রামণিত। যা নিম্নরূপ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কেরামগণ ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়েন তখন হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সাহাবাদের নিকট অবশিষ্ট যে খাদ্য সামগ্রী রয়েছে তা একত্রিত করে তাতে বরকতের জন্য দোয়া করুন। তখন রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দস্তরখানা বিছিয়ে দিয়ে সাহাবাদের খাদ্য সামগ্রী যা অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। সকলেই অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী যা ছিল, নিয়ে আসেন। কেহ এক মুঠো ছাতু, কেহ এক মুঠো খেজুর, আবার কেহ রুটির টুকরো নিয়ে আসেন। এভাবে দস্তরখানার উপর সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী জমা হলো-

فدعا رسول الله ﷺ بالبركة ثم قال خذوا فى اوعيتكم فاخذوا فى اوعيتهم حتى ماتركوا فى العسكر وعاء الا ملاؤه-

অতঃপর এর উপর বরকতের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করে পুনরায় বলেন, এখন তোমরা একে স্বীয় পাত্রে ভরে নিয়ে যাও। তখন সৈন্য বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত সকলেই স্বীয় পাত্র ঐ খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিলেন (মুসলিম, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৫৩৮)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে কাউকে খাদ্য খাওয়ালে বা হাদীয়া প্রদান করলে দোষ কোথায়? উহা কি কারণে না জায়েজ বা গুনাহর কাজ হবে? যার কারণে তাদের (মিলাদ-কিয়াম বিরোধী) মতে, অন্তরের নূর পর্যন্ত বের হয়ে যায়! (নাউযুবিল্লাহ্)

প্রিয় পাঠক মহলের নিকট আরজ করতে চাই, যাদের নিকট (মিলাদ-কিয়াম বিরোধী দেওবন্দী আলেম) মীলাদ শরীফ এত নিকৃষ্ট কাজ, যার নেওয়াজ বা তাবাররুক গ্রহণ করলে অন্তরের নূর বের হয়ে যায়। তাদেরই নিকট আবার **"হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পূজা উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করা ও খাওয়া হালাল বা বৈধ।"** (দেখুন, দেওবন্দের ফতোয়ার কিতাব- ফতোয়ায়ে রাশিদিয়া ৫৭৫ নং পৃষ্ঠা।)

সুতরাং তাদের মতে যদি হিন্দুদের পূজার প্রসাদ খাওয়া জায়েজ হয়, তাহলে লক্ষ কোটি বার মীলাদ শরীফের নেওয়াজ- তাবাররুক গ্রহণ করা ও খাওয়া বৈধ, বৈধ ও বৈধ, এবং বরকতের কাজ নিঃসন্দেহে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মীলাদ ও কিয়াম কোন হারাম বা না জায়েজ কাজ নয়। বরং ছাওয়াব ও বরকত লাভ করার মাধ্যমে।

মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাগণের অভিমত ঃ

১। আল্লামা আলী ইবনে বেরাহান উদ্দীন হালবী তাঁর রচিত কিতাব "ইনছানুল উরুন" (যা সীরাতে হালবিয়্যাহ নামে খ্যাত) এরে মধ্যে উল্লেখ করেন-

قد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم من عالم الامة ومقتدى الائمة دينا وورعا تقى الدين السبكى رحمة الله عليه وتابعه على ذالك مشائخ الا سلام فى عصره فقد حكى بعضهم ان الامام السبكى اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد منشد قول الصرصرى فى مدحه صلى الله عليه وسلم

"قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب * على ورق من خط احسن من كتب

وان ينهض الا شراف عند سماعه * قياما صفوفا اوجثيا على الركب"

فعند ذالك قام الامام السبكى وجميع من فى المجلس فحصل انس كبير بذلك المجلس ويكفى مثل ذلك فى الا قتدأ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র নাম উল্লেখের সময় কিয়াম করার প্রমাণ উম্মতে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যতম আলেম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বীনদার ও পরহেজগার ইমাম গণের ইমাম আল্লামা তাকিউদ্দীন ছুবকি (রহঃ) থেকে পাওয়া যায়। এ কিয়ামের পর্যায়ে তদীয় যুগের বিজ্ঞ ইমামগণ তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, একদিন তাঁর দরবারে সে যুগের বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণের সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম তকিউদ্দীন (রহঃ) তাদের উপাস্থিতিতে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসামূলক ইমাম ছুরছরি (রহঃ) রচিত কবিতার আলোচ্য পংক্তি দুটি পাঠ করেন। যার অর্থ হলো :

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসায় ইহাও অত্যন্ত নগণ্য হবে যে, যদিও সবচেয়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে রূপার পাতায় স্বর্ণের কালি দ্বারা লেখা হয়।

অনুরূপভাবে শুধু তাঁর নাম শুনেও যদি মর্যাদাশীল উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যায় অথবা আরোহী অবস্থায় নতজানু হয়ে যায়, তবুও তা তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় অতি সামান্যই হবে।"

উক্ত পংক্তি দুটি পাঠ করার সময় ইমাম তকিউদ্দীন ছুবকি (রহঃ) ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম নবীজির সম্মানে দাড়িয়ে গেলেন। ঐ মজলিসে নবী প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করলেন। মীলাদ শরীফে কিয়াম বৈধতার পক্ষে তাঁদের অনুসরণ করাই যথেষ্ট। (সীরাতে হালবীয়্যাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৩)

অনুরূপ বর্ণনা তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৯ম খন্ডের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় محمد رسول الله এর ব্যাখ্যার মধ্যেও রয়েছে।

২। মক্কা মুকাররমার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত সাইয়্যেদ আহমদ জয়নুদ দাহ্‌লান আল্‌ মক্কী (রহঃ) তাঁর প্রণীত কিতাব 'আদ্দুরারুচ্ছুন্নিয়্যাহ'তে উল্লেখ করেছেন-

ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم الفرح بليلة ولادته وقرأة المولود والقيام

عند ذكر ولادته واطعام الطعام وغيره ذلك كله من تعظيمه الخ-

অর্থাৎ- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগনের পবিত্র বেলাদতের রাত্রিতে খুশি উদযাপন করা, মীলাদ শরীফ পাঠ করা এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার সময় 'কেয়াম' করা (দণ্ডায়মান হয়ে সালাম পাঠ করা) এবং এ উপলক্ষ্যে অন্যকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদি নিঃসন্দেহে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল। 'আদ্দুরারুচ্ছুন্নিয়্যাহ' (উর্দু) পৃষ্ঠা নং- ৩৬, ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৪

৩। আল্লামা ওছমান ইবনে হাছান মোহাদ্দেছে দিমিয়াতী (রহঃ) তাঁর রচিত কিতাব اثبات قيام (এছবাতে কিয়াম) এ উল্লেখ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

القيام عند ذكر ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم امرلا شك فى استحبابه واستحسانه وندبه يحصل لفاعله من الثواب الاوفر الخير الاكبر لانه تعظيم للنبى الكريم ذى الخلق العظيم الذى اخرجنا الله به من ظلمات الكفر الى الايمان–

অর্থাৎ- নবীকুল সর্দার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ পাঠের সময় কেয়াম করা এমন একটা কাজ, যা নিঃসন্দেহে মোস্তাহাব, উত্তম ও পছন্দনীয়। ভক্তি সহকারে যারা কেয়াম করে তাদের জন্য অসংখ্য ছাওয়াব এবং মহান করুনা লাভ অবধারিত। কোননা এ কেয়াম সম্মান প্রদর্শনার্থে করা হয়। কার সম্মানার্থে? সে মহান নবীর সম্মানার্থে, যিনি হলেন সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী। যাঁর বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানরূপী আলোকের দিকে ধাবিত করেছেন।

অতঃপর তিনি আরো যথেষ্ট সংখ্যক প্রমাণাদি উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেন-

قد اجتمعت الامة المحمدية من اهل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتى على الضلالة

অর্থাৎ- উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উক্ত কিয়াম মোস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ মহান বাণীই যথাযথ ও যথেষ্ট যে, তিনি এরশাদ করেন, আমার উম্মত কখনো কোন ভ্রান্তির উপর একমত হবে না। (তথ্যসূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬২-৬৩)

৪। ইমাম ও মোজতাহিদ আল্লামা শরীফ বরজিঞ্জর ফতোয়া-

وقد استحسن القيام عند ذكرمولده الشريف ائمة ذو رواية ودراية* فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه–

অর্থাৎ- "হাদীস ও ফেকাহ বিশারাদ ইমামগণ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত শরীফ (আবির্ভাব) বর্ণনাকালে পাঠক ও শ্রোতা সকলের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া বা কিয়াম করাকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং যাদের মকসুদ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীজীর তাজিম প্রদর্শন, তাদের জন্য এ কেয়াম হচ্ছে শুভ সংবাদ বহনকারী।" (তথ্যসূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬১)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫। হানাফী মাযহাবের মুফতী আল্লামা জমালউদ্দিন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মক্কী হানফী (রহঃ) বলেন-

القيام عند ذكر مولده الاعطر صلى الله عليه وسلم استحسنه جمع من السلف فهو بدعة حسنة

অর্থাৎ- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় কিয়াম করা পূর্ববর্তী ইমামদের মতে মুস্তাহাসান বা মুস্তাহাব। কাজেই তা বিদআতে হাছানাহ বা উত্তম বিদআত হিসেবে গণ্য। (তথ্যসূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৪)

৬। মালেকী মাযহাবের মুফতী আল্লামা মৌলানা হুছাইন ইবনে ইব্রাহীম মক্কী মালেকী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

استحسنه كثير من العلماء وهو حسن لما يجب علينا تعظيمه صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ - কিয়ামকে প্রায় সকল আলেম মুস্তাহাব বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। এবং তা তাদের মতে একটা উত্তম কাজ। এ জন্য যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমদের উপর ওয়াজিব। (তথ্য সূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৫)

৭। হাম্বলী মাযহাবের মুফতী আল্লামা মৌলানা মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া হাম্বলী (রহঃ) বলেন-

نعم يجب القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم اذ يحضر روحانية صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يجب التعظيم و القيام

অর্থাৎ- হাঁ, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার সময় কিয়াম করা জরুরী। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুহানীভাবে তথায় হাজির হয়ে থাকেন। কাজেই তখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানার্থে কেয়াম করা ওয়াজিব। (তথ্য সূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৫)

৮। হানাফী মাযহাবের মুফতী অন্যতম ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দেস আলেমকুল প্রদীপ মৌলানা আবদুল্লাহ সিরাজ মক্কী (রহঃ) বলেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

تو ارثه الائمة الائمة الاعلام واقره الائمة والحكام من غير نكيرمنكرو رد راد ولهذا كان حسنا ومن يستحق التعظيم غيره صلى الله عليه وسلم ويكفى اثر عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

অর্থাৎ- কিয়ামের প্রথা প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে চলেই আসছে। আর তা ইমামগণ এবং ধর্মীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বীকৃত কাজ। তাঁদের কেউ তা রদ্দ বা অস্বীকার করেননি। সুতরাং তা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব। তাছাড়া নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বাদ দিয়ে সম্মান পাওয়ার যোগ্য কে ? বস্তুতঃ কিয়ামের বৈধতা প্রমাণের জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসই যথেষ্ট– "যা মুসলমানদের নিকট ভাল, তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।" (তথ্য সূত্র : ইকামাতুল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৫)

৯। তাফসীরে রূহুল বয়ানের ৯ম খন্ড ৬৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

ومن تعظميه عمل المولد اذا لم يكن فيه منكر قال الا مام السيوطى رحمة الله عليه يستحب لنا اظهار الشكر لمو لده عليه السلام

অর্থাৎ- মীলাদ শরীফের মাহফিল করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত যদি উহাতে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ সংঘটিত না হয়। ইমাম সুয়তী (রহঃ) বলেন- "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ উপলক্ষ্যে আমাদের জন্য শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব।

১০। ভারতীয় উপমহদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রথম মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) মীলাদ-কিয়াম সম্পর্কে তাঁর রচিত 'আখবারুল আখিয়ার' (উর্দু) কিতাবের ৬২৪ নং পৃষ্ঠায় মোনাজাত অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করে বলেন -

اے الله ميرا كوئى عمل ايسا نهيں هے جسے اپكے دربار ميں پيش كرنے كے لائق سمجهوں- ميرے تمام اعمال ميں فساد نيت موجود رهتى هے البته مجه حقير فقير كا ايك عمل صرف تيرى ذات پاك كى عنايت كيو جه سے بهت شان دار هے اور وه يه هے كه مجلس ميلا د كے موقع پر ميں كهرے هوكر سلام پڑهتاهو اور نهاية هى عاجزى انكسارى محبت وخلوص كے سا ته تيرے حبيب پاك صلى الله عليه وسلم پر درود وسلام بهيجتا رهاهوں اے الله وه كونسا مقام هے جهاں ميلاد مبارك سے زياده تيرى خير وبركت كا نزول هوتا هے ؟ اس لئے اے ارحم الراحمين مجهے پكا يقين هے كه ميرا يه عمل كبهى بيكار نه جائيگا بلكه يقينا تيرے بارگاه ميں قبول هوگا اور

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جوکوئی درود وسلام پڑ ھے اور اس کے ذریعۃ دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہوسکتی

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার এমন কোন আমল নাই যা আপনার দরবারে পেশ করতে পারি। আমার সমস্ত আমলের মধ্যেই নিয়্যাতের ত্রুটি থাকতে পারে। অবশ্যই আপনার মেহেরবাণীতে আমার এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ আমল আছে, যে আমলটি হলো মীলাদ মাহফিলে আমি কিয়াম করে বা দাড়িয়ে সালাম পড়ি এবং খুবই কাকুতি-মিনতি, মহব্বত ও একনিষ্ঠতার সাথে আপনার হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দুরূদ-সালাম প্রেরণ করি। হে আল্লাহ! এমন কোন মজলিশ আছে, যেখানে মীলাদ মাহফিলের তুলনায় আপনার রহমত ও বরকত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়? এ জন্যই হে দয়াময় খোদা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার এ আমল (মীলাদ ও কিয়াম করা) কখনো বৃথা যাবে না বরং আমার বিশ্বাস আপনার দরবারে উহা কবুল হবে এবং যে ব্যক্তি দরূদ ও সালাম পাঠ করে উহার উসিলায় দোয়া করে, তার ঐ দোয়া কখনো নিষ্ফল হতে পারে না।

মিলাদ-কিয়ামের বিরোধীতাকরী আলেমদের বিভিন্ন মুরুব্বী ব্যক্তি বর্গের অভিমত ঃ

১। মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয়ের পীর ও মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) তার রচিত "ফয়সালে হাফ্ত মাসআলা" কিতাবে ১ নং মাসআলা "মওলুদ শরীফ" অধ্যায়ে বলেন-

فقیر کا مشرب یہ ھے کہ محفل مولود میں شریك ہوتا ہوں بلکہ ذریعۃ برکات سمجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتاہوں

অর্থাৎ- আমার নীতি হলো আমি মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হই এমনকি মীলাদ মাহফিলকে বরকতময় মনে করে প্রতি বছর আমি উহা উদ্‌যাপন করি এবং মীলাদ মাহফিলে কিয়াম করার মাধ্যমে নবী প্রেমের স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করি।

তিনি উক্ত অধ্যায়ে আরো বলেন-

رہا یہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں تو اس عقیدہ کو کفر وشرک کہنا حد سے بڑھنا ہے، یہ بات عقلا ونقلا ممکن ہے بلکہ بعض مقامات یہ واقع بھی ہوجاتی ہے

অর্থাৎ- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন, এ আক্বীদা বা বিশ্বাসকে কুফরী ও শিরক বলা বাড়াবাড়ি। কেননা মীলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হওয়া সম্ভব- এটা যুক্তিগত ও কিতাবগত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। বরং অনেক জায়গায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন- তার প্রমাণও আছে।

তিনি 'ইমাদাদুল মুশতাক' কিতবে আরো বলেন-

ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا هے جیسے قیام مولو د شریف اگر بوجه انے نام انحضرت صلی الله علیه وسلم کے کوئی شخص تعظیما قیام کرے تو اسمیں کیا خرابی هے

অর্থাৎ- **মীলাদ কিয়ামকে অস্বীকার করা মূলত অত্যন্ত একটি উত্তম কাজ থেকে মুসলমানগণকে বিরত রাখার নামান্তর। মীলাদের সময় সম্মানার্থে দাড়িয়ে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই।**

২। মক্কা শরীফে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো, তার প্রমাণ দেওবন্দি মুরুব্বিদের জীবনীমূলক গ্রন্থ "আরওয়াহে ছালাছা"-এর নিম্নোক্ত এবারত থেকেও জানা যায়।

فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا گنگوھی سے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ فلان جگہ مولود شریف ھے تم چلتے ھو مولانا نے صاف انکار کر دیا کہ نھیں حضرت میں تو نھیں جا سکتا میں تو ھندوستان میں اس کو منع کرتا ھو

অর্থাৎ- মক্কা শরীফে এক সময় হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে বলেন- ওমক জায়গায় মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তুমি যাবে ? গাঙ্গুহী সাহেব পরিষ্কার অস্বীকার করে বলেন, না আমি যাব না। আমি হিন্দুস্থানে উহা নিষেধ করে থাকি। (আরওয়াহে ছালাছা, পৃষ্ঠা নং- ৩২১)

নোট : এ কেমন মুরীদ, যে স্বীয় পীর ও মুর্শিদের আদেশ-অনুরোধ রক্ষা করে না। পীর ও মুর্শিদ মীলাদ কিয়াম করেন। আর মুরীদ উহাকে হারাম, না জায়েজ ও বিদআত ইত্যাদি ফতুয়া দান করেন। এ এক আজিব মুরীদ।

৩। দেওবন্দী আলেমদের আক্বিদার কিতাব "আকাঈদে ওলামায়ে দিওবন্দ"এর ১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

اگر کوئی مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریف ناجائز اور بدعت ہے ایسے قول شنیع کا کسی مسلمان کیطرف کیونکر گمان ہو سکتا ہے

অর্থাৎ- যদি কোন মীলাদ মাহফিল শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, তবে আমরা এ কথা কি কখনো বলতে পারি যে, মীলাদ শরীফের বর্ণনা না জায়েজ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও বিদআত। বরং এ ধরনের মন্দ কথা কোন মুসলমানের প্রতি কখনো ধারণা করা যেতে পারে না।

নোট : তাদের উক্ত আক্বিদার মাধ্যমে আমাদের কথাই তো প্রকাশ পেল। শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ শুধু মীলাদ মাহফিলে নয়, বরং যে কোন অনুষ্ঠানে সংঘটিত হলে, উহাই নিষিদ্ধ হবে। তাই মীলাদ মাহফিল আমরা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে মুক্ত রেখেই পালন করে থাকি। তা সত্ত্বেও উক্ত ফতোয়ার অনুসরণকারী দেওবন্দী আলেমগণই মীলাদ মাহফিলের ঘোর বিরোধীতা করেছে- হারাম ও বিদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করছে। তার রহস্য কি? তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ এ ধরনের দ্বীমূখী নীতি অবলম্বনকারীদের হেদায়াত দান করুন।

৪। মৌঃ আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব রচিত “এমদাদুল ফতুয়া” নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩২৭ নং পৃষ্ঠায় ৫২২ নং প্রশ্নোত্তরে লিখা হয়েছে–

الاحتفال بذكر الولادة الشريفة ان كان خاليا من البدعات المروجة فهو جائز بل مندوب كسائر اذ كاره صلى الله عليه وسلم

القيام عند ذكر ولادته الشريفة حاشا الله ان يكون كفرا

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ শরীফের মাহফিল বিদআত মুক্ত থাকলে, উহা শুধু বৈধই নয় বরং মুস্তাহাব। যেমন তাঁর স্বরণে অন্যান্য মাহফিল বৈধ ও মুস্তাহাব। আর মীলাদ শরীফে কিয়াম করা কখনও কুফরী নয়।

৫। মৌঃ আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের অন্যতম খলিফা ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসা সহ বহু খারেজি বা কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব তার রচিত ‘তাসাউফ তত্ত্ব’ গ্রন্থের ৪১ নং পৃষ্ঠায় মীলাদ ও কিয়ামকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং কিয়াম সম্পর্কে তিনি লিখেন, “কিয়াম জিনিসটা আসলে ফিকাহর অন্তর্ভূক্ত নহে। ইহা তাছাওফের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ মহব্বত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হযরত রাসূলুল্লাহর তারিফের কাসীদা পড়া হয়। তাহা দ্বারা মহব্বত বাড়ে এবং লোকে মহব্বতের জোশে খাড়া হইয়া যায়। মহব্বতের জোশে খাড়া হইলে তাহাকে বিদয়াত বলা যায় না। তাহা ছাড়া হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম করার সময় বসিয়া বসিয়া সালাম করা শরীফ তবিয়তের লোকের কাছে বড়ই বেয়াদবী লাগে। সেই জন্য রওযা শরীফের সামনে নিজেকে হাযির ধ্যান করিয়া খাড়া হইয়া সালাম করাতে কোনই দোষ হইতে পারে না।”

৬। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব তাঁর রচিত “বারাহিনুল কাতিয়া ফি মাউলুদে খায়রিল বারিয়্যাহ” কিতাবে বর্ণনা করেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ومن عادات السادات العاشقين الواجدين والمتواجدين القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদের আলোচনার সময় কিয়াম করা আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যারা সাহেবে ওজদ (ভাবুক) কিংবা ওজদ হাসিলের ইচ্ছা রাখেন, তাদের একটি নেক অভ্যাস।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো মীলাদ শরীফ পড়া ও কিয়াম করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও ছাওয়াবের কাজ। আল্লাহ তায়ালা বিরোধীতা কারীদের সঠিক পথের সন্ধান দান করেন, আমীন।

কিয়ামের বিপক্ষে প্রচারিত হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা

মীলাদ কিয়াম বিরোধীগন নিম্ন বর্ণিত হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা করে সরল প্রাণ মুসলমানদের কিয়াম বা দাড়িয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম পেশ না করার জন্য বিভ্রান্ত করে থাকে। আমি নিম্নে ঐ হাদীস ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

মীলাদ কিয়াম বিরোধীরা যে সমস্ত হাদীস কিয়ামের বিপক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, এর মধ্যে অন্যতম হাদীসটি হলো-

عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا فقال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا

অর্থাৎ- হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ননা করেন- হযরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি লাঠির উপর ভর করে বের হয়ে আসলেন। এমন সময় আমরা সকলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানে দাড়িয়ে গেলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- তোমরা আ'জমী বা অনারবী লোকদের মত দাড়াইয়ো না। যেরূপভাবে তারা একে অন্যকে সম্মান করার জন্য দাড়িয়ে থাকে। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৪০৩)

অর্থাৎ- অনারবী লোকেরা যেরূপভাবে মাথা নত করে রুকু করার ন্যায় রাজা-বাদশা বা কোন সম্মানি ব্যক্তিকে তাযীম করার জন্য দাঁড়ায় এবং সম্মানী ব্যক্তি বসে থাকার পড়েও তার সামনে হাত বেধে দাড়িয়ে থাকে এরূপভবে তোমরা দাড়াইও না। এ হাদীসের অর্থ ইহা নয় যে, তোমরা কারোও সম্মানে দাঁড়াইয়ো না। যেরূপ ওহাবী আলেমগন বলে থাকেন। বরং এর অর্থ হলো তোমরা আজমীদের দাড়ানোর মতো না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং আগত ব্যক্তি বসে গেলে তোমরাও বসে যাও।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা করো না। যদি এ হাদীসের দ্বারা এ অর্থ নেয়া হয় যে, কোন ব্যক্তিকে সম্মান করার জন্য দাঁড়ানো যাবে না। তাহলে নিম্নের এ হাদীসের ব্যাপারে ওহাবী আলেমগণ কি জবাব দিবে?

হাদীসটি হলোঃ-

عن عائشة قالت ما رايت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وفى رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها فى مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته فى مجلسها

অর্থাৎ- হযরত মা আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে চাল-চলনে, আকার-আকৃতি ও কথা-বার্তায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) থেকে অন্য কাউকে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখেনি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করতেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য (স্নেহের কারণে) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন ও তাঁর স্থানে তাকে বসাতেন। (অনুরূপভাবে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর নিকট আগমন করতেন, তখন তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন ও তাঁর স্থানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বসাতেন। (মিশকাত শরীফ পৃ- ৪০২)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণীত হলো যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আগমনে দাঁড়াতেন এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনে তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন। যদি কারো আগমনে বা সম্মানে দাঁড়ানো নিষেধ হতো, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মা ফাতেমা (রাঃ) কখনো দাঁড়াতেন না।

সুতরাং বুঝা গেলো কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ নয় বরং উত্তম আদব। আরো একটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে তার সম্মানার্থে দাঁড়াতে সাহাবাদের আদেশ করতেন। হাদীসটি হলো-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيد كم

অর্থাৎ- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (হযরত সায়াদ বিন মুয়াজ (রাঃ)-এর সম্মানে) আনসারী সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের বলেন- তোমরা তোমাদের সাইয়্যেদ বা নেতার আগমনে দাড়াও। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৪০৩)

অন্য একটি হাদীস শরীফে রয়েছে- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'যীমার্থে কিয়াম করেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عن ابی ھریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم معنا فی المسجد یحدثنا

فاذاقام قمنا قیاما حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجه -

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদিগকে মসজিদে বসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি দাঁড়ালেন আমরাও দাঁড়ালাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন এক বিবির ঘরে প্রবেশ করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাঁড়ানো ছিলাম। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৪০৩)

উক্ত হাদীসের মধ্যে کان یجلس ক্রিয়াটি চলমান অতীতকাল ماضی استمراری। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হলো, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদত বা অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রায় সময় ছাহাবাগণকে নিয়ে মসজিদে নব্বীতে উপবিষ্ট থাকতেন এবং ওয়াজ নছীহত করতেন। কার্য সম্পাদন করতঃ সাধারণত নিজস্ব কোন হুজরার দিকে যেতেন ছাহাবায়ে কেরাম ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দেওবন্দী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব তার ফতোয়ায়ে রশিদিয়া গ্রন্থের ৫৫৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے

অর্থাৎ- কোন দ্বীনদার ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং এ ধরনের ব্যক্তির পদ চুম্বন করা জায়েয ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং প্রমাণিত হলো- কারোও সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ হতে পারে না। বরং দাঁড়ানোই হলো উত্তম আদব।

সমাপ্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com